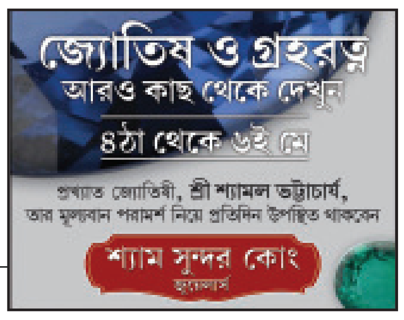

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 May, 2023 ■ আগরতলা ১৭ মে, ২০২৩ ইং ■ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড রাজঅন্দরে বন্দী, পাহাড়ে মাটি হারাচ্ছে মথা

এবার ভাষা আন্দোলনের ডাক দিলেন প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ঘূর্ণিঝড় মোকার মত প্রতিনিয়ত রুট চেঞ্জ করছেন ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। কখনো গ্রেটার তিপ্রালান্ড কখনো কনস্টিটিউশন সলিউশন কখনো ইন্টার লোকেটর। এবার জনজাতিদের ভাষা সমস্যার সমাধানের নতুন উদ্যোগ। বাকি সব বিষয় এক এক করে রুট পরিবর্তন হয়ে এবার নতুন রুটের সন্ধান দিলেন তিনি। এই নতুন রুটটি কি? সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখলেন দেববর্মা ও রিয়াং সাম্প্রদায়ের ভাষা ককবরক ও কাউ ব্রু এর জন্য পৃথক স্ক্রিপ রচনা করতে হবে। জরুরী বৈঠক করে এর সমস্যার সমাধানে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা মথার নেতৃত্বের কাছে আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের ডাক দিলেন প্রদ্যোত।

এই বৈঠক কারা করবেন তাও তিনি ঠিক করে দেন সামাজিক মাধ্যমে। এই বৈঠক এর জন্য টি ডব্লিউ এফ, টিআইএসএফ, ওয়াই টি এফ সহ সমস্ত তিপ্রা মথা নেতা কর্মীদের উপস্থিত থাকার কথা বলেন। এই বৈঠক থেকে ত্রিপুরা মাথা অধিকার অর্জনের জন্য কিভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন করবেন তা যেন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আরো লিখলেন প্রশাসনের জন্য প্রতিদিন জনমনে তাদের আস্থা ক্ষুন্ন হচ্ছে। তবে এখানে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই কোন প্রশাসনের জন্য তাদের জনমনে আস্থা ক্ষুন্ন হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত এডিসি প্রশাসনের কথাই বলছেন তিনি। কারণ বিজেপিকে খ্যাপানোর মতো এখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই দুর্বল বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

তবে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম নিয়ে প্রতিনিয়ত জনগণের যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে অনেকটাই আঁচ করতে পেরেছেন মথার সুপ্রিমো। অনেকে বিধায়ক হওয়ার পর এডিসি প্রত্যন্ত এলাকায় পাড়ি দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ।গিরি বাসীদের অভাব অভিযোগ শোনার মত লোক নেই। বিরোধীরা অভিযোগ করে আসছে পাহাড়ে খাদ্য সংকট, জল সংকট ও বিদ্যুতের জন্য প্রতিনিয়ত গিবিবাসীরা রোদন করে যাচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এডিসির ভিলেজ কমিটিগুলির অবস্থা যে চরম আকার নিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিষয়গুলি যখন মহারাজের কানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তখনই তিনি হঠাৎ করে জেগে উঠলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহার এক বছর পূর্ণ হওয়ায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভর্তুকি হারে রেশন দোকানে গুড়া মশলা বিতরণের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে জনগণের সমস্যা সমাধানে সক্রিয়। গত পাঁচ বছর ধরে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সরকার জনগণের সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে সমাধানের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ন্যায্য মূল্যের দোকানে ভর্তুকি হারে মশলা বিতরণের সূচনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সাথে তিনি যোগ করেন, জনবান্ধব ত্রিপুরা সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত হয়েছে। বিগত ৫ বছরে ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপায়ে সংযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। সম্প্রতি বিনিয়োগকারী ও ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মিলনে এই রাজ্যে জি—২০ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ নৌপথ যোগাযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিমানপথ, সড়কপথ এবং রেলপথে সংযোগের প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে। এমনকি রাজ্য সরকার ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুবিধার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। ভারত এবং বিদেশ থেকে বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগের সুযোগের জন্য ত্রিপুরার দিকে তাকিয়ে আছে।

তারঁ দাবি, দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধনের পর ত্রিপুরার রূপ পাল্টে যাবে। মৈত্রী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগমের কল সেন্টার পরিদর্শন বিদ্যুৎ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। হোয়াটসঅ্যাপেও বিদ্যুত পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোক্তারা। কল সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে আবেদন করেন বিদ্যুত মন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিদ্যুৎনিগমের কল সেন্টার পরিদর্শনে গিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। কল সেন্টার থেকে কিভাবে কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে সে বিষয়ে অবগত হন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষ কিভাবে অভিযোগ জানাচ্ছেন, নিগমের কর্মীরা কিভাবে এই অভিযোগ গ্রহণ করছেন এবং কিভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছেন তা দেখার জন্য পরিদর্শনে এসেছি।

সাথে তিনি যোগ করেন, ১৯১২ নম্বরে গ্রাহকদের অভিযোগ শোনার জন্য ৪০ জন কর্মী দিনরাত কাজ করছে। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির সময় একসঙ্গে সহস্রাধিক কল আসে। তখন যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। তার জন্য তিনি গ্রাহকদের কাছে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করতে আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি গ্রাহকদের বর্তমান পরিষেবাকে আরও গতি দেবার জন্য বিদ্যুৎ পরিসেবা সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগ ৯৮৬৩৫৯৬০৮১ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদে এক বছর পূর্ণ হল ডাঃ মানিক সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। বিজেপি-আই পি এফ টি সরকারের প্রতি ত্রিপুরাবাসীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তাই দ্বিতীয়বার ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালের এক বছর পূর্তিতে প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তারঁ দাবি, বিগত ১ বছরে ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার সবসময় উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতে প্রদেশ উন্নয়ন হলে রাজ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১১ সুস্থ হলেন ৯, সক্রিয় রোগী ৪৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণে বড়সড় বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য সুস্থতাও স্বস্তি এনেছে গত ২৪ ঘন্টায় ১১ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, নয় জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.১২ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৪৬।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯৭১ জন মোট ৯৮০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.১২ শতাংশ। এদিকে, ৯ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৬ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১৮৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১৩৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ও খোয়াই জেলায় ২ জন করে, গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় ১ জন করে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি তিন জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

চলতি বছরে রাজ্যে ২০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত

স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হলে এক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস (দত্ত)।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ইন কাউন্সিলগণ সহ অন্যান্য কর্পোরেটরগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। এবছর জাতীয় ডেঙ্গু দিবসের মূলভাবনা হল 'ডেঙ্গুকে পরাজিত করতে সকলের অংশীদারিত্ব ব্যবহার করা'। কর্মশালায় ডেঙ্গু সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগানো এবং ডেঙ্গ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানানো হয় ২০২১ সালে রাজ্যে ৩৪৯ জনের শরীরে ডেঙ্গু, ২০ জনের শরীরে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ মে।। বিলোনিয়া বরোজ কলোনী এলাকায় সবিতা দেবনাথ খুন কান্ডে দুই অভিযুক্ত চম্পা দাস ও শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ থানা থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে সবিতা দাসের পরিবারকে। এমনই অভিযোগের ভিত্তিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বরোজ কলোনী এলাকা জুড়ে। অভিযুক্তরা দুই মাস পর জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করছে বলে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান মৃতা সবিতার পুত্র বধু।

গত ২০২২ সালের আঠারো সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি পঞ্চাশোর্ধ সবিতা দেবনাথ, চাঞ্চল্যকর ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় সবিতা দেবনাথ। অনেক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজছাত্রী গণধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার আরও এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণ মামলায় আরো এক অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার নাম জয়ন্ত রাউত। বাড়ি চারিপাড়া এলাকায়। কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণ মামলায় আরো এক অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ তাকে আটক করতে সক্ষম হয়।

আটক অভিযুক্তের নাম জয়ন্ত রাউত। তার বাড়ি চারিপাড়া এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ তাকে আটক করে আমতলী থানার পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে এয়ারপোর্ট থানা থেকে অভিযুক্তকে আমতলী থানায় নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানান ধর্ষণ মামলায় একজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন ধর্ষিতার মা। কিন্তু পুলিশ এই মামলার তদন্ত করতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি দফতরে নবনিযুক্ত প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ

কর্মসংস্থান মেলা তরুণদের স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) ।। রোজগার মেলা যুবদের স্বনির্ভর গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ জোরদার করার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোজগার মেলার আওতায় সরকারি দফতরে নবনিযুক্ত প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগ পত্র বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আজ ৭০ হাজারেরও বেশি যুবক ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সরকারি চাকরির জন্য নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। আপনারা সবাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

সারাদেশে ৪৫টি স্থানে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের গ্রামীণ ডাক সেবক, ডাক পরিদর্শক, বাণিজ্যিক ও টিকিট ক্লার্ক, জুনিয়র ক্লার্ক এবং সহকারী নিরাপত্তা অফিসার, ফায়ার অফিসারের মতো বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই রোজগার মেলা একটি উদ্যোগ। এই মেলা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এদিকে, কর্মসংস্থান মেলা তরুণদের নতুন দিকনির্দেশনা দিতে কাজ করবে। এ মেলার মাধ্যমে দেশ সেবার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন অনেকেই ।মঙ্গলবার ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন একথা বলেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান মেলা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত পূরণের একটি উদ্যোগ। কর্মসংস্থান মেলা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্মৃতি ইরানি আরও বলেন, সরকার এবছরের মধ্যে ১০ লক্ষ যুবককে কর্মসংস্থান দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। উত্তরপ্রদেশে আজ লখনউ, বারাণসী, আগ্রা, মোরাদাবাদ এবং গোরখপুরে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। আমাদের এখানে দেওয়া ৩৩০ জনের তালিকার মধ্যে ৩৮ জন প্রার্থী রায়বেরেলি এইমস-এ কাজ করবেন।

তিনি বলেন, সরকার তাদের জেলায় মানুষের জন্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চন্দ্রপুরে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ব্রাউন সুগার বিক্রি করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এই ছয় যুবক। চন্দ্রপুর আইএসবিটি এলাকায় সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায় পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে পূর্ব থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল চন্দ্রপুর আইএসবিটি এলাকায় সোমবার রাতে অভিযান চালায়।

নেশা সামগ্রী কেনা বেচার সময় হাতে নাতে আটক করা হয় ছয় জনকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় এক প্যাকেট ব্রাউন সুগার এবং ভর্তি কৌটা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫ টি মোবাইক, নগদ ২ হাজার টাকা এবং টমটম। বাজেয়াপ্ত টমটমের নাম্বার টিআরপি ইআর ১৭৪৪। আটক ব্রাউন সুগারের ওজন ১০.৫ গ্রাম।

আটক করা ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য ১ লক্ষ টাকা বলে জানান সদরের দায়িত্ব প্রাপ্ত এস ডি পি ও আশিস দাশগুপ্ত। আটক ছয় নেশাকারবারীর নাম শচীন সাঁওতাল, প্রবীর দেববর্মা, রাকেশ দেববর্মা,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের জন্য হাহাকার মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজে, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ মে।। জল সংকটে ভুগছে মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজের জনগণ এই ভিলেজে প্রায় ৩৫ পরিবের ১৭৫ জন লোকের বসবাস ,প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর জল মিশন বটুয়া বাড়ীর উপজাতি জনগনের কাছে শুধুমাত্র স্বপ্ন। বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তগত মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজ সম্পুর্ন উপজাতি মানুষের বসবাস ,খোঁজ নেওয়ার বিন্দু মাত্র সময় নেই পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি অথবা প্রশাসনের।

তীব্র জলের সমস্যা মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজের বটুয়া বাড়ীর মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। দীর্ঘদিন গ্রামে জলের দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্লক এমনকি শাসক দলের নেতাদের বারবার বলার পরেও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে বিন্দু মাত্র উদ্যোগ গ্রহন করেনি, গ্রামের শিশু, বৃদ্ধ নারীরা কখনো ভারে করে কখনো বা কলসী , ডেকসী মাথায় নিয়ে প্রায় দুই থেকে তিন কিমি দূর থেকে জল সংগ্রহ করে এনে তৃষ্ণা থেকে রান্না, স্নান থেকে সেচের জন্য ব্যাবহার করতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন সর্বস্য সরকারের জল মিশন প্রকল্পের খপ্পরে পরে জলের জন্য হাহাকার করছে বটুয়া বাড়ীর জনগন, নীলমনি বটুয়াবাড়ী অঙ্গনোয়াড়ি কেন্দ্র একটি পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, তাও কোন রকম একটি পাইপ মাটিতে শুয়ে দিয়ে দায়িত্ব খালস করেছে পঞ্চায়েত ও জল সম্পদ দপ্তর বর্তমানে সেই পাইপ দিয়েও তেমন জল পরছেনা।

মঙ্গলবার সকালে বটুয়া বাড়ীর রমনীরা বটুয়া বাড়ী অঙ্গনোয়াড়ি কেন্দ্রে জলের জন্য ফাইপ লাইনের সামনে ডেকসী, কলস ,বালতী , ঘটি ,বাটি নিয়ে অধির আগ্রহে বসে শুধুই প্রহর গুনছে এক ফেঁটা জলের জন্য। জল নিতে আসা দেবলক্ষি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১১৩ ▫ ১৭ মে ২০২৩ ইং ▫ ২ জৈষ্ঠ্য ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অপরিশ্রুত জলে বাড়ছে প্রাণের ঝুঁকি

জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু জল মানেই পান যোগ্য নয়। অপরিশ্রুত জল পান করিলে বিপদ জীবনটাকে গ্রাস করিতে পারে। সেই কারণেই পরিশ্রুত পানীয় জল পান করা জরুরী।বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ পরিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

এটাই হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন", মন্তব্য অনামিকার

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : "আমি আশা রাখছি, সকল যোগ্য এবং বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী এক দিন চাকরি পাবেন। তাঁরাও আমার মতোই স্কুলে যাবেন। আমিও এক দিন ওঁদের মতো ছিলাম।" মঙ্গলবার তাঁর 'নতুন জীবন' পাওয়ার পর ধর্মতলায় নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে এই মন্তব্য করলেন অনামিকা রায়। এই সঙ্গে বলেন, "এটাই হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন"।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, আইনজীবী-সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় না থাকলে এত তাড়াতাড়ি তিনি চাকরি পেতেন না।

বেআইনি নিয়োগের দায়ে মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতার চাকরি বাতিলের পর তা মেধাতালিকা অনুযায়ী পায় ববিতা। কিন্তু তাতেও অনিয়ম প্রমানিত হওয়ায় কাজটা পেলেন অনামিকা। তিনি জানান, দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর কথায়, "আমি সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে প্রথম এই খবর পেয়েছি। খুব আনন্দ হচ্ছে। একজন চাকরিপ্রার্থীর কাছে চাকরি পাওয়ার চেয়ে ভাল খবর তো আর কিছু হয় না।"

অনামিকা জানান, তিনি যে চাকরি পাবেন, সে বিষয়ে প্রথম থেকেই আশাবাদী ছিলেন। বলেন, "আমি কখনও আশাহত হইনি। আমি জানতাম, চাকরিটা আমি পাবই। চাকরির মেধাতালিকায় আমার নাম এবং ববিতার নাম পর পর ছিল। আমি ২১ নম্বরে ছিলাম। ববিতা ছিল ২০-তে। অঙ্কিতা আসার পর আমাদের র‍্যাঙ্ক পিছিয়ে যায়।

অঙ্কিতার চাকরি বাতিলের পর তা মেধাতালিকা অনুযায়ী পায় ববিতা। কিন্তু আমি পরে দেখি, ববিতার নম্বর আসলে আমার চেয়ে কম। ও ২ নম্বর কম পেয়েছিল। তাই চাকরিটা আমারই পাওয়ার কথা। তার পর আমি আদালতে যাই।"

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতার নিয়োগে কারচুপির অভিযোগে তাঁর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বেতনও ফেরাতে হয় আদালতকে। সেই বেতনের পুরো টাকাই পেয়েছিলেন ববিতা। কিন্তু অনামিকার মামলার পর দেখা যায়, ববিতার নিয়োগে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। তাঁর চেয়ে অনামিকা আসলে ২ নম্বর বেশি পেয়েছেন। সেই মামলার রায়ে ববিতার চাকরিও বাতিল করে দিয়েছেন বিচারপতি। তাঁর চাকরি পাচ্ছেন অনামিকা।

মঙ্গলবাড়ি বস্তিতে হাতির হামলা, ঘর ভেঙে সাবাড় করল মজুত ধান

চালসা, ১৬ মে (হি.স.) : খাবারের খোঁজে মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তিতে হামলা করল হাতি। ঘর ভেঙে খেয়ে গেল মজুত ধান। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকায়। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন বাড়ির লোকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে ওই এলাকায় ঢোকে। সেই সময় কাঠের দোতলা ঘরে ঘুমিয়েছিল গয়ানাথ রায়ের পরিবার। হাতিটি এসে নীচের ঘরের বেড়া ভেঙে ডুলিতে রাখা মজুত ধান সাবাড় করে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত গয়ানাথ রায় বলেন, 'হাতিটি ধান সাবাড় করেছে। কোনওরকমে আমরা প্রাণে বেঁচে যাই।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও হাতির হানায় এলাকায় বহু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বনদফতর থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন গয়ানাথ। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন

প্রদীপকুমার পাল

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির টানে। যেখানে অনুর্বর লাল মাটির রাঙা ধুলায় বাউলের একতারার সুর বেজে চলে ইউক্যালিপটাস ভরা সোনাঝুড়ির জঙ্গলে আর পাশ দিয়ে বয়ে চলা কোপাই নদীর স্রোত। যাকে নিয়ে কবি লিখেছেন--- 'আমাদের ছোট নদী চলে এঁকেবেঁকে/ বৈশাখ মাসে তাঁর হাঁটু জল থাকে'।

কোপাইয়ের স্থানীয় নাম শাল, যা ময়ুরাক্ষী নদীর একটি উপনদী। এই নদী বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন, বোলপুর, কঙ্কালীতলা ও লাভপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। নদীর অববাহিকার মাটির রং লাল। এই মাটিতে ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছোট ছোট খাত সৃষ্টি হয়েছে, তা খোয়াই নামে পরিচিত। এই নদীর বাঁকগুলি অনেকটা হাঁসুলি আকৃতিবিষ্টি। লাভপরের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাঁকগুলিকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে চিত্রপরিচালক তপন সিংহ এই উপন্যাস নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি উদ্দেশ্য। ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট একটা অতিথি ভবন, প্রার্থনা কক্ষ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের জন্য গ্রন্থাগারের সংস্থান করেছিলেন। এরপর ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ

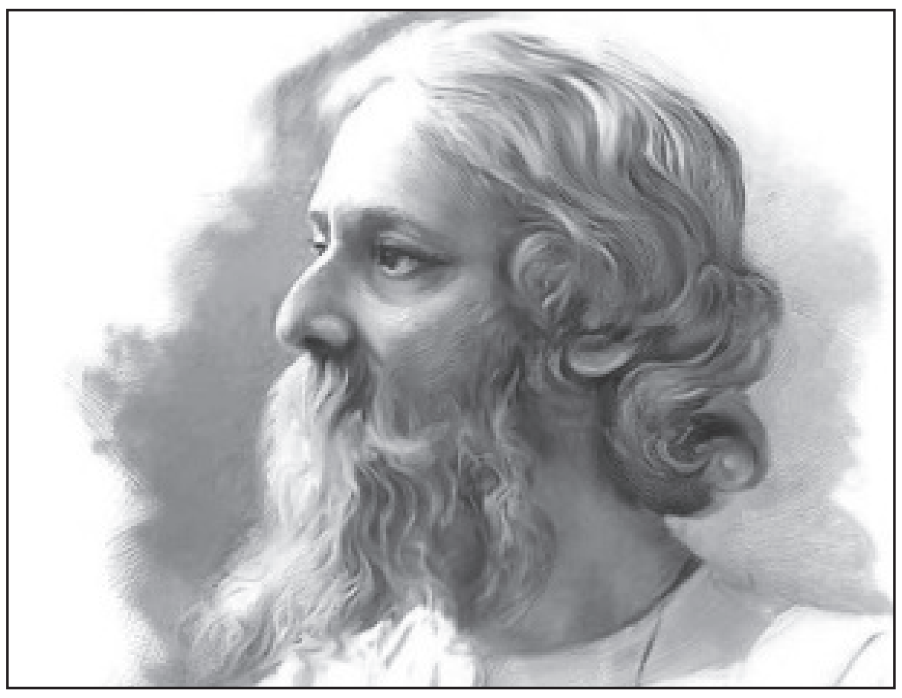

সপরিবারে শিলাইদহ (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত) ছেড়ে চলে আসেন তাঁর পিতার সাধের তৈরি শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক আশ্রমে। এখানে তিনি ১৯০১ সালে ২২ ডিস্বের (৭ই পৌষ) প্রাচীন গুরুকুল ব্যবস্থার আদলে ব্রহ্মচারী আশ্রম বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে শিশুদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ পৌষ তারিখে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ৭ পৌষ তারিখে ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুটিকয়েক প্রচলন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে সেই সময়ে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন এক বিরল চিন্তাধারার নিদর্শন ছিল এবং সর্ব অর্থে তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে নবকলেবরে শান্তিনিকেতনের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশেপাশের জমিদারদের কাছ থেকে জমি কিনে আরও বড় পরিসরে নতুন কিছু করার পরিকল্পনা করতে থাকলেন গুরুদেব। ফলে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হল বৃহৎ শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায়। ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতন স্কুলের (ব্রহ্মচর্যাশ্রম) ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কবি পত্নী মৃণালিনা দেবী নিজের সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি করেছিলেন ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ) কবিগুরুর উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ে উন্নীতি করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। বিশ্বভারতী নাম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এটা কলেজ হিসেবে ছিল ব্রহ্মশিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই কলেজ। রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু ছিলেন বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (আচার্য)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজিনী নাইডু ছিলেন তাঁর উত্তরসুরি। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা গ্রন্থাবলির গ্রন্থস্বত্ব এই বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। শান্তিনিকেতন চত্বরে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রম চালু করার জন্য এবং নিজের ও অন্যান্য আশ্রমিকের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী) বসবাসের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন থেকে কোনও ডিগ্রি দেওয়া হত না। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়েই দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পরিবর্তন হল আর্থিক ক্ষেত্রে। এখন এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। শান্তিনিকেতনের মাটি থেকে পাঠ নিয়ে সমাজদ তথা বিস্ব দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এমন বরেণ্য মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হল---নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অস্কার বিজয়ী চিত্রপরিচালক তথা সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়, বিশ্ববন্দিত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি প্রমুখ। এছাড়া বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ, বিশ্বখ্যাত চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু ও দক্ষিণী কে জি সুব্রহ্মনিয়াম, সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মুদ্রাস্ফীতি শোষণের কার্যকর হাতিয়ার

সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। **শিশির ভট্টাচার্য**

প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক, পুঁজিবাদী সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য, কীভাবে, কোন ফিকিরে আপনার-আমার পকেটের টাকা ওরা এগারো জনের পকেটে নেওয়া যায়। অর্থনীতিবিদদের সাফাই হচ্ছে, এভাবে তাদের পকেটে মূলধন গঠিত হবে এবং ওই মূলধন পুনরায় বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়া মানে পণ্যের বিক্রি বাড়া এবং তার ফলে আখেরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমস্যা হচ্ছে, ওরা এগারো জনের পকেটস্থ টাকার খুব কমই বিনিয়োগ হয়, বেশিরভাগ বিদেশ পাচার হয়ে কানাডায় বেগমপাড়া, দুবাইতে মাইট্যা শেখপাড়া গড়ে ওঠে।

এই অপকর্মের খুবই কার্যকর এক অপ-হাতিয়ার মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি সমাজের বেশিরভাগ লোকের শ্রেফ ক্ষতিই করে। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ কমে যায়। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু কষ্টে সংসার চালাতে গিয়ে মানুষ খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগে, সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে ও আখেরে কী কী ক্ষতি হয় ব্যক্তি ও সমাজের তা গবেষণার বিষয়।

কিনস সাহেব নিদান দিয়েছেন, বড়সড় কোনো যুদ্ধের পর সরকারকে যেকোনো ছুঁতায়, কোনো একটা অজুহাত বের করে ব্যয় বাড়াতে হবে, সে অবকাঠামো নির্মাণই হোক, কিংবা হোক অস্ত্রনির্মাণ। ব্যয় বাড়াতে হলে টাকা ছাপতে হবে। কতটা ব্যয় বাড়াতে হবে, কত টাকার বেশি ছাপা যাবে না? এই দুই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সরকারগুলো এই প্রশ্ন আদৌ করে কিনা সন্দেহ।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ এই পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার উপরোক্ত কিনসীয় নিদান মেনে চলেনি। মার্কিন সরকার তার ব্যয় ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছিল এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল। এ ধরনের বাজেট-কর্তন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিনসের হিসাবমতো বিপজ্জনক হবার কথা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি সংকোচিত হওয়া দূরে থাকুক বরং ফুলেফেঁপে উঠেছিল।

১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে ডলারকে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের 'সবেধন রিজার্ভমানি' ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছিল না, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা দিনকে দিন তার মূল্য হারাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের যে দাম নির্ধারণ করেছিল, আউন্সপ্রতি ৩৫ ডলার, বাজারে স্বর্ণের মূল্য তার চেয়ে বাড়তে শুরু করল। ডলার থেকে শুরু করে সব মুদ্রারই দাম কমছিল, বেশি মুদ্রা ছাপানোর কারণে। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিল, রিজার্ভে জমা থাকা কিছু স্বর্ণ তারা বাজারে বিক্রি করে দেবে। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা ভেবেছিলেন, এর ফলে বাজারে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণের দাম কমে আসবে।

তাই করা হয়েছিল এবং কয়েক মাস পর্যন্ত স্বর্ণের দাম নিম্নমুখী ছিল বটে। ডলার শুধু নয়, ফ্রাঁ, মার্ক, ইয়েন সব মুদ্রারই দাম কিন্তু কমছিল। সুতরাং ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশও চাইল, তাদের রিজার্ভ স্বর্ণ বাজারে ছেড়ে দিতে। কিন্তু তাদের স্বর্ণ তো জমা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ভল্টে। একাধিক দেশ ওই স্বর্ণ ফেরত চাইল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্য গল ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত নিয়ে আসতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন নিউ ইয়র্কে। ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানিও তার স্বর্ণ ফেরত পেতে চাইল।

এর ফলে প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণের রিজার্ভ কমে আসছিল এবং দ্বিতীয়ত, বাজারে স্বর্ণ বিক্রি করেও স্বর্ণের দাম কমানো যাচ্ছিল না। ১ আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলারের বেশি হওয়া মানেই ডলারের দাম কম--- এ তথ্যে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। যাদের কাছে ডলার, ফ্রাঁ বা মার্ক ছিল, তারা কাগজের ডলারের ওপর বিশ্বাস রাখতে না পেরে স্বর্ণ কেনার দিকে ঝুঁকছিল। এর ফলে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বর্ণের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে ডলারের দাম কমাতে হয়েছিল।

বর্তমানেও স্বর্ণের দাম উর্ধমুখী। এবারও কি মার্কিন সরকার ডলারের দরপতন ঘটাবে?

এটা অনেকটা, 'খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে'— অর্থনীতির যুগান্তরের সেই বিখ্যাত সূত্র। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে এই স্বতঃসিদ্ধের কথা আমরা জানি, কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই প্রবণতার কথা বলেছিলেন, নিকট অতীতে বলেছিলেন থমাস গ্রেশাম (১৫১৯-১৫৭৯), অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে যা 'গ্রেশামের সূত্র' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এটি মূলত মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতিফলন। আপনি যদি নিশ্চিত জানেন যে কোনো মুদ্রা আসলেই খারাপ, অর্থাৎ মুদ্রাটি দ্রুত তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে কিংবা ধরা যাক, অনতিবিলম্বে এই মুদ্রা তার সব মূল্য হারাবে, তখন সেই মুদ্রা দিয়ে আপনি যা সামনে পাবেন, তাই কিনবেন, ডলার, স্বর্ণ ইত্যাদি পেলে তো ভালোই, না পেলে আপনি জমি কিনবেন, জমি না পেলে নারকেল কিংবা মিষ্টি কুমড়া হলেও কিনবেন, যতক্ষণ সুযোগ থাকবে।

'সকলি গরল ভেল!' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভেঙে গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ অগাস্ট, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণমানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এই তারিখ থেকে স্বর্ণ এবং ডলারের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সর্বশেষ সূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে, পণ্য ও পুঁজির বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে আইএমএফ ডলারের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রা এবং দেশীয় মুদ্রাগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ করে আসছে। ফিয়াট মানির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে মার্কিন রাজনীতিতে এবং বিশ্বের রাজনীতিতেও। গৃহায়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কী পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন, তার ওপর এক সময় নির্বাচনে হার-জিত নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মধ্য অগাস্টের পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা, সে ডেমোক্র্যাট হোক বা রিপাবলিকান, ফিয়াট মানির ব্ল্যাংক চেক পেয়ে গেছেন। তখন থেকে অর্থনীতির অমোঘ সব নিয়ম মানার কোনো দায় তাদের আর নেই। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো ইতরবিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

১৯৭১ সাল থেকে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে সরকারি ব্যয় বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি সামাল দিতে ছাপানো হয়েছে যাচ্ছেতাই পরিমাণ ডলার এবং একই সঙ্গে কমেছে ডলারের দাম।

মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাক, দুটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতের পাক্কা মিল রয়েছে: ১. ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ২. ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হলে সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপিয়েছিল।

যেহেতু স্বর্ণ রিজার্ভ রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছামতো ডলার ছাপাতে পারে এই আশায় যে ডলার যেহেতু বাকি পৃথিবীর রিজার্ভ মানি, সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোনো না কোনোভাবে ডলারের মূল্যহ্রাস তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দেবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কারণ ডলারের ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে: 'ইন গড উই ট্রাস্ট!'

প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দিচ্ছে কোনো ঈশ্বর নয়, তৃতীয় ও অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ। এর কারণ, তারাই সবচেয়ে গরিব। যারা যত বেশি গরিব, তারা পিরামিডের তত বেশি নিচে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদেরওপরেই সব চাপ গিয়ে পড়ছে। তৃতীয় বিশ্ব দিনকে দিন গরিব হচ্ছে, কারণ তারা নিজেদের শ্রম চুরি হতে দিয়ে ডলারের মূল্য সমুন্নত রেখেছে। এটা ঠিক যে উন্নত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। উন্নত দেশের মুদ্রার বাৎসরিক স্টক টু ফ্লো গড়ে ৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ভাগ। কোনো কোনো অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশের বাৎসরিক গড় স্টক টু ফ্লো অনেক ক্ষেত্রে দশকের ঘর পার হয়ে শতকের ঘরেও চলে যায়, যদিও তাদের অর্থনীতি উন্নত দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে সংকুচিত। অনুন্নত দেশের মুদ্রার দাম উন্নত দেশের তুলনায় কম হবার এটা একটা বড় কারণ।

মুদ্রাস্ফীতি অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের দুরারোগ্য রোগ বটে, কিন্তু আগে পরে এই রোগ থেকে উন্নত দেশও পুরোপুরি মুক্ত নয়। মুদ্রার পরিমাণ বছরে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়া খুব বেশি মনে না হতে পারে, কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ যদি এই হারেও বাড়তে থাকে, মাত্র কুড়ি বছরে কোনো দেশের মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা, যার মানে হচ্ছে, একই সময়ে ওই দেশের টাকার দামও অর্ধেক হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রৌপ্যমুদ্রা একদিন তার মুদ্রাত্ব হারিয়েছিল এবং এই মূল্যহীন রোপীমুদ্রাকে দীর্ঘকাল মুদ্রা হিসেবে বহাল রেখে চীন ও হিন্দুস্থানকে জ্ঞাতসারে শোষণ করেছিল ব্রিটিশরাজ।

স্বর্ণমুদ্রামানের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যার কথা কখনও শোনা যায়নি। চীনেও মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল, কাগজের মুদ্রার কারণে। আমাদের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা গুরুতর শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকে যখন থেকে ফিয়াট মানির যুগ শুরু হয়েছে। পাথর, পুঁতি, লবণ, ঝিনুক ইত্যাদি যখন মুদ্রা ছিল, তখনও মানুষ শোষিত হতো, কিন্তু ওই শোষণ অনুভূত হতে কিছুটা হলেও সময়ের প্রয়োজন হতো। রাই পাথর বা ঝিনুক তার মূল্য হারাতে কয়েক বছর বা কয়েক দশক সময় লেগেছিল, কারণ রাই পাথর বা ঝিনুক সংগ্রহ করা কমবেশি কষ্টকর ছিল। কাগজের ফিয়াট মানি ছাপানো এবং নকল করা এতই সহজ যে রাতারাতি এই মুদ্রা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

করোনাভাইরাস বা প্লেগের চেয়ে ভয়ঙ্করতর মহামারী এই মুদ্রাস্ফীতি, যার কারণে একটি জনপদের শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সম্পদ ও সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই রোগের প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার বিলাসদ্রব্যগুলো হারিয়ে ফেলে, তারপর এক সময় জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলো সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। সম্পদ স্থানান্তরিত/ধ্বংস হওয়ার পর সংস্কৃতি ধ্বংস হতে দেরি হয় না। সম্পদ ও সংস্কৃতি-ধ্বংস সমান্তরালও হতে পারে। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে, সংস্কৃতি তখন জানালা দিয়ে পালাতে পারে।

এমত পরিস্থিতিতে, নিজের মনে পুষে রাখা রাগ ঝাড়ার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একটি বলির পাঁঠা খুঁজতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে জার্মানির ভাইমার গণপ্রজাতন্ত্রে ইহুদিরা, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুরা কিংবা ভারতে মুসলমানেরা এই ধরনের বলির পাঁঠা বৈ নয়। ফ্রান্সে যখনই মুদ্রাস্ফীতি সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন মুসলমান/ আরব/ অভিবাসী-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু কিংবা ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে এই দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মুদ্রাস্ফীতি যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, সমাজও তখন বর্বরতার চরমে পৌঁছে যায়। 'আমার এ চোখ পাথর তো নয়, তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়!' সুবীর নন্দীর গাওয়া গান। বাংলাদেশে বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার যদি হয় সরকারি হিসেব ৬ শতাংশ, তবে বাস্তবে সেটা ১০ শতাংশ-এর কাছাকাছি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে, বছরের প্রথমে সঞ্চয়পত্রে জমা রাখা ১ লক্ষ টাকা বছরের শেষে হয়ে যাবে ৯০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় বছরের শেষে ৮১,০০০, তৃতীয় বছরের শেষে ৭১,০০০০, চতুর্থ বছরের শেষে ৬১,০০০ এবং পঞ্চম বছরের শেষে ৫১,০০০ টাকায় দাঁড়াবে। না, না, ভয় পাবেন না, কাগজে কলমে ৫ম বছরের শেষে মূল ১,০০,০০০-৫০,০০০ (সুদ) ১,৫০,০০০ টাকার মতো আপনার পাওনা হবে আয়কর কাটার আগে। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতার বিচারে আপনি প্রকৃতপক্ষে পাবেন ৫১,০০০ (আসল) (ধরা যাক) ২৯,০০০ (সুদ/লাভ) গু ৮০,০০০ টাকা বা তারও কম।

শুভমিতার গাওয়া একটা গান আছে: 'যে ভাবেই তুমি সকাল দেখো, সূর্য কিন্তু একটাই।' যে নামেই ডাকো, 'লাভ' কিংবা 'সুদ' এর কোনোটাই আপনি আসলে পাচ্ছেন না। সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। ইসলামী বা বাণিজ্যিক যেকোনো ব্যাংক ব্যবস্থাতেই জমা রাখেন না কেন, আপনি টাকা হারাচ্ছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকে সুদ নিলেও আপনার কোনো গুনাহ হবার কথা নয়, কারণ সুদ খাবেন কী, আসলই তো আপনার মুখ থেকে ফসকে যাচ্ছে। আজ থেকে বছর দশেক আগের কথা। সদরঘাটে এক মুচিকে দিয়ে আমার জুতা রঙ করাচ্ছি এক বিকেলে। মোবাইল ফোন তখন সবেমাত্র চালু হয়েছে এবং আমার সামনে দিয়ে এক রিকশাওয়ালা এক হাতে রিকশার হ্যান্ডেল এবং আরেক হাতে মোবাইল কানে ধরে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। মুচি রিকশাওয়ালার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, 'গাঁজা-সিগারেটের ধোঁয়াটা তাও দেখা যায়, এই যন্ত্র দিয়া টাকাটা কখন, কীভাবে উইড়া যায় বোঝনই যায় না!'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিউজিল্যান্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত কমপক্ষে ১০

ওয়েলিংটন, ১৬ মে (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০ জন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনের একটি বহুতল হোস্টেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। লোফারস লজ নামের ওই বহুতল হোস্টেল থেকে ৫২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন হোস্টেলের অন্তত ২০ জন আবাসিক। দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিনস এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা জানান, তাঁরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছন তখন ভবনের উপরের তালায় আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ভোর ৪টের দিকে ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ট্রাকের মদতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার নিক পায়াত এই আগুনকে ওয়েলিংটনের 'সবচেয়ে বিভৎস দুঃস্বপ্ন' বলে বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকজনকে ভবন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দশজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে বিল্ডিংটিতে তল্লাশি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু বলা যাচ্ছে না।

মঙ্গলবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ মঙ্গলবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রোজগার মেলা তরুণদের নতুন দিকনির্দেশনা দিতে কাজ করবে: স্মৃতি ইরানি

লখনউ, ১৬ মে (হি.স.) : কর্মসংস্থান মেলা তরুণদের নতুন দিকনির্দেশনা দিতে কাজ করবে। এ মেলার মাধ্যমে দেশ সেবার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন অনেকেই।মঙ্গলবার ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন একথা বলেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান মেলা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত পূরণের একটি উদ্যোগ। কর্মসংস্থান মেলা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্মৃতি ইরানি আরও বলেন, সরকার এবছরের মধ্যে ১০ লক্ষ যুবককে কর্মসংস্থান দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। উত্তরপ্রদেশে আজ লখনউ, বারাণসী, আগ্রা, মোরাদাবাদ এবং গোরখপুরে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। আমাদের এখানে দেওয়া ৩৩০ জনের তালিকার মধ্যে ৩৮ জন প্রার্থী রায়বেরেলি এইমস-এ কাজ করবেন।তিনি বলেন, সরকার তাদের জেলায় মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করছে। রায়বেরেলি এবং আমেঠির মানুষ বছরের পর বছর ধরে দাবি করে আসছিল যে তাদের জায়গায় সেরা চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া উচিত। বহু বছর পর মানুষের দাবি পূরণ হয়েছে। এর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

শেষ পর্যন্ত ববিতারও চাকরি বাতিলের নির্দেশ

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলোয় বড় মোড়। শিক্ষক ববিতা সরকারের চাকরি বাতিল করল কলকাতা হাই কোর্ট। টাকা ফেরতের নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই সঙ্গে ববিতার জায়গায় চাকরি দিতে হবে অনামিকা সরকারকে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

তাঁর আবেদনে চাকরি গিয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর। এ বার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারালেন সেই ববিতা। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি) অনামিকাকে চাকরির সুপারিশপত্র দিতে হবে বলেও জানিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। নির্দেশ, অনামিকাকে বাড়ির কাছে কোনও স্কুলে চাকরির সুপারিশ দিতে হবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

পরেশ-কন্যা অঙ্কিতাকে বেআইনি ভাবে শিক্ষকতার চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন ববিতা। তাঁর অভিযোগ ছিল, এসএসসির মেধাতালিকায় অনেক পিছনে থাকা অঙ্কিতার নাম প্রথমে নিয়ে আসায় তিনি চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এর পর অঙ্কিতাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে 'যোগ্য' প্রার্থী হিসাবে ববিতাকে সেই চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। অঙ্কিতার এত দিনের চাকরির সব বেতনও দিয়ে দেওয়া হয় ববিতাকে। কিন্তু চাকরি পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়ে ববিতার নিয়োগও।

শিলিগুড়ির ববিতার চাকরি বাতিলের দাবিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরই শহরের আর এক এসএসসি পরীক্ষার্থী অনামিকা। অভিযোগ, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর কাছে আবেদন করার সময় ববিতার স্নাতকস্তরের শতকরা নম্বর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। যার ফলে তাঁর 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' বেড়ে গিয়েছে। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে যাবতীয় জটিলতা।

ববিতার আবেদনপত্র অনুযায়ী, স্নাতক স্তরে ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৪৪০ নম্বর পেয়েছিলেন ববিতা। অর্থাৎ, শতকরা হিসাবে ৫৫ শতাংশ। অথচ, স্নাতক স্তরের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসাব ৬০ শতাংশ বা তার বেশি উল্লেখ করা হয়েছে আবেদনপত্রে। অর্থাৎ, 'ভুল' সেখানেই। যে কারণে ববিতার 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' গণনায় ভুল হয়েছে। নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের দাবি ছিল, এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, সে ক্ষেত্রে ববিতার 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' ৩৩-এর বদলে কমে ৩১ হবে। এতে র‍্যাঙ্কিংয়েও অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন ববিতা!

৪০ ডিগ্রিতে পুড়ছে দিল্লি, ধুলোর ঝড়ে দৃশ্যমানতাও তলানিতে

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির দেখা নেই, উল্টে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। দিল্লিতে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে দৃশ্যমানতার জন্য। সোমবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৪১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আপাতত দু'দিনের জন্য রাজধানীর মানুষ এই তীব্র গরম থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। মঙ্গলবার থেকে দু'দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজধানীতে। তবে তার পর থেকেই গরম আবার কাহিল করবে। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি আবার পেরিয়ে যাবে দিল্লির পারদ। মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থানের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। সেই কারণেই দিল্লিতে আগামী দু'দিন সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই সঙ্গে ধুলোর ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাজধানীতে। বাতাসে ধুলোবালির পরিমাণ এতই বেড়ে গিয়েছে যে, কমে যাচ্ছে দৃশ্যমানতাও। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোর ৬টা থেকেই শহরের বাতাসে ধুলোর আধিক্য দেখা যায়। বিমানবন্দরের সামনে দৃশ্যমানতা ১১০০ মিটারে নেমে গিয়েছে। ফলে বিমান চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে।

নিউ মেক্সিকোতে গুলিতে ৩ জন হত, জখম ২

ফার্মিংটন (নিউ মেক্সিকো), ১৬ মে (হি.স.) : সোমবার উত্তর-পশ্চিম নিউ মেক্সিকোতে গুলিতে কমপক্ষে তিনজন নিহত এবং দুই পুলিশ আহত হয়েছেন।

ফার্মিংটন পুলিশের রিপোর্ট করেছে, 'এখানে একাধিক অসামরিক নাগরিক গুলির শিকার হয়েছেন, একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই খতম করা হয়েছে।' ফার্মিংটনে গুলি চালানোর পর শহরজুড়ে স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

সকাল ১১টার কিছু পরেই গুলি চালানো হয় বলে জানা গেছে। ব্রুকসাইড পার্ক এলাকায় এবং সমস্ত শহরের স্কুলগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ রাখা হয়েছিল।

শহরের পুলিশ বিভাগ বলেছে, জনসাধারণের অন্তত তিনজন গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং একজন সন্দেহভাজনকে নিকেশ করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার সহ দুই কর্তা আহত হয়েছেন, যাদের সান জুয়ান আঞ্চলিক মেডিকেল সেন্টারে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন।

৩৬ হাজার থেকে প্রায় ৩২ হাজার, কমল প্রাথমিকের চাকরি বাতিলের সংখ্যা

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : গত সপ্তাহে প্রাথমিকের ৩৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাতে 'টাইপোগ্র্যাফিক্যাল' ভুল ছিল বলে শোনা গিয়েছিল। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক আইনজীবী। সেই কারণেই বাতিল চাকরির সংখ্যা ৩৬ হাজার থেকে কমে দাঁড়াল ৩২ হাজারে। আদালতের নির্দেশ সংশোধন করলেন বিচারপতি। বললেন, "এত দুর্নীতি হয়েছে চাকরি বাতিল না করে উপায় ছিল না।" তবে এরপরই প্রকাশ্যে আসে সংখ্যাগত ভুলের কথা। সেই সময় নির্দেশ সংশোধনের আরজি জানান মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী। সেই আবেদনের শুনানি ছিল মঙ্গলবার। এদিন নির্দেশ সংশোধন করলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি জানান, চাকরি বাতিলের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। প্রসঙ্গত, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ রাজ্য। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা।

পাকিস্তানে কয়লা খনির দখল নিয়ে ভয়াবহ লড়াই, নিহত অন্তত ১৫

ইসলামাবাদ, ১৬ মে (হি.স.) : পাকিস্তানে কয়লা খনির দখল নিয়ে ভয়াবহ লড়াই। এই গোষ্ঠী সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। আহত বহু। অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। দীর্ঘদিন ধরেই অশান্ত প্রদেশটির কোহাট জেলায় দারা আদম খেল এলাকায় একটি কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের মেঘ জমছিল। সোমবার সেই সংঘাত গড়ায় ভয়াবহ সংঘর্ষে। গতকাল সান্নিখেল ও জারঘুন খেল নামের দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে খনির দখল নিয়ে হওয়া লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত পনেরো জন। আহতদের পেশোয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এই সংঘর্ষ নিয়ে দেরা আদম খেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। ভবিষ্যতে যাতে এহেন ঘটনার ফের না ঘটে তা নিশ্চিত করা হবে।

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় নয়জন রোগীর মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা কমে ১৩০৩৭ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে একই সময়ে নয়জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, দেশে করোনার টিকাদানও চলছে এবং এর ধারাবাহিকতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। দেশে এখন পর্যন্ত ২,২০,৬৬,৯৩,০৬৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৪৯,৮২,১৩১। একইসঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৩১,৭৯০। একই সময়ে, করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হওয়া মানুষের সংখ্যা ২১০০ বেড়ে ৪,৪৪,৩৭,৩০৫-এ পৌঁছেছে।

পুনর্বহালের দাবিতে রাত এগারোটা পর্যন্ত ঘেরাও ডিআই

কোচবিহার, ১৬ মে (হি.স.) : মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বৈধ বলার পরেও চাকরিতে কেন তাঁদের পুনর্বহাল করা হচ্ছে না, তার প্রতিবাদে সোমবার কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডলকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হল। সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে 'চাকরি বাতিল হওয়া' গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁকে ঘেরাও করে রাখেন এদিন। শেষ পর্যন্ত ডিআই স্কুলগুলিকে বোর্ডের কথা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লিখিত নির্দেশ পাঠালে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের অন্য জেলার পাশাপাশি কোচবিহারের কয়েকশো গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি যায়। এরপর হাইকোর্টের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতে গেলে সুপ্রিম কোর্ট তাতে স্টে অর্ডার জারি করে। এর পরই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে প্রতিটি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে নির্দেশ পাঠানো হয়, যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছিল তাঁদের চাকরি বৈধ। যদিও বোর্ড এই নির্দেশ পাঠালেও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে জয়েন করানো হবে কিনা, কিংবা জয়েন করালে কীভাবে তা হবে, সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানায়নি।

গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের হ্যারিকেন মিছিল আটকাতে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য

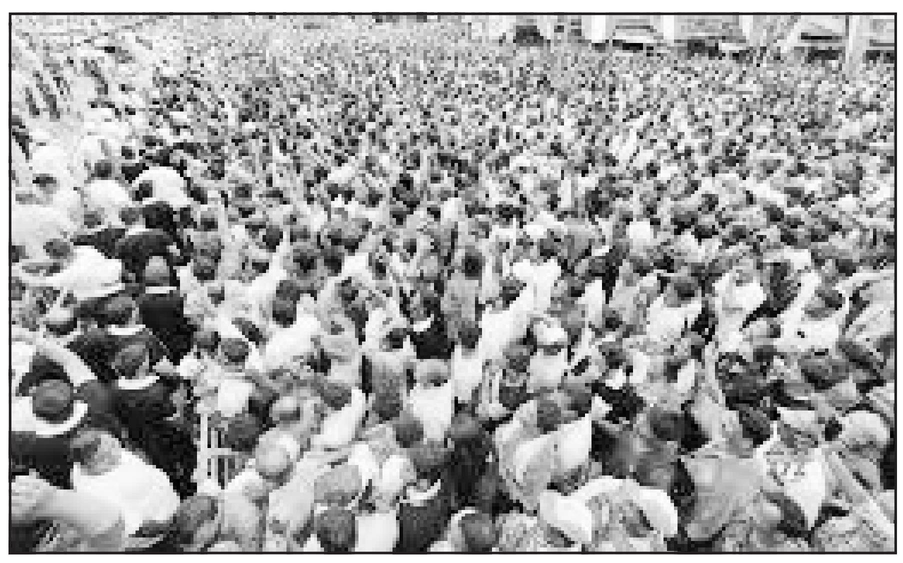

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : শহিদ মিনার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের হ্যারিকেন মিছিল রুখতে এবার কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।

বুধবারের ওই মিছিলের অনুমতি দিয়েছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তবে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাজ্য। এ নিয়ে মামলা রুজুর অনুমতি দিয়েছে আদালত।

চাকরির দাবিতে ১৭ মে, বুধবার সন্ধ্যায় শহিদ মিনার চত্বর থেকে হরিশ মুখার্জি রোড হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত হ্যারিকেন মিছিল করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীরা। তবে সে মিছিলে অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছিলেন, পুলিশ কিছু বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সেই মিছিলের অনুমতি দেয়নি। এ নিয়ে গত সপ্তাহে আদালতের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি মান্থা শর্তসাপেক্ষে ওই মিছিলের অনুমতি দেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, "হরিশ মুখার্জি রোড একমুখী হওয়ায় কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করতে ওই রাস্তা সুবিধার হবে। তবে মিছিলকারীদের ওই রাস্তার ৮০ শতাংশ ছেড়ে মিছিল নিয়ে যেতে হবে। এবং দু'টি লাইনে মিছিল যাবে।" মিছিল থেকে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না বলেও হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল।

এর পর চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী জানিয়েছিলেন, শহিদ মিনার থেকে হ্যারিকেন নিয়ে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করবেন প্রায় ৬০০ চাকরিপ্রার্থী। তবে বুধবার সে মিছিল আদৌ হবে কি না, তা নির্ভর করছে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুরে ওই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বারামুল্লায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অনুপ্রবেশকারী মহিলা হত

বারামুল্লা, ১৬ মে (হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগরের বারামুল্লা জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে উরি সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করা এক মহিলা মারা গিয়েছেন। মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। মঙ্গলবার সেনা আধিকারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ না করার জন্য সতর্ক করেছিল। এর পরও সে থেমে থাকেনি। যে কারণে নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালাতে হয়। এ সময় একজন জুনিয়র কমান্ডিং অফিসার (জেসিও) আহত হন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মৃত্যুঝুঁকি বাড়ায় সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজে

কর্মঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ বছরে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। খবর রয়টার্সের। ডব্লিউএইচওর পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য বিভাগের জানান, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কর্মস্থলে কাজ করলে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। তিনি বলেন, "এ তথ্য জানানোর মাধ্যমে আমরা কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই।"

এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, ২০১৬ সালে ৭ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগ ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কর্মস্থলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করার কারণে তাঁরা এসব রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে কাজ করা ও মৃত্যু নিয়ে বিশ্বে প্রথম এ ধরনের গবেষণা হলো। গবেষণা প্রতিবেদন বলছে,

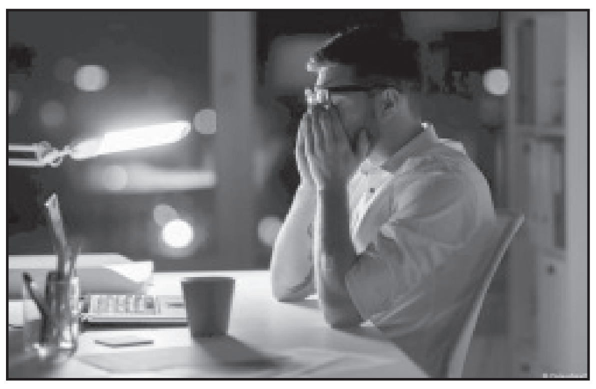

২০০০ সালের তুলনায় মৃত্যুর এ হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ডব্লিউএইচও ও আইএলও পরিচালিত গবেষণা বলছে, দীর্ঘ সময় ধরে কর্মস্থলে কাজ করার কারণে ৭২ শতাংশ মধ্যবয়সী বা বয়স্ক পুরুষ এ ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছেন। দীর্ঘ সময় কাজের ক্ষতিকর প্রভাব ১০ বছর পরও পড়তে পারে।

গবেষণায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডব্লিউএইচও বলছে, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার জনগণের মধ্যে এ ঝুঁকি বেশি। গবেষণায় ১৯৪টি দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা বলছে, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায়।

আর সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করলে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে ১৭ শতাংশ। ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত গবেষণা পরিচালিত হয়। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারিতে পরিস্থিতি কেমন হয়েছে, তা অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি এ গবেষণায়। তবে ডব্লিউএইচওর কর্মকর্তারা বলছেন, করোনা পরিস্থিতিতে এ ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। ডব্লিউএইচও বলছে, মহামারির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মঘণ্টা আরও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে। সংস্থাটি বলছে, কমপক্ষে ৯ শতাংশ মানুষ কর্মস্থলে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুসসহ সংস্থার কর্মীরা বলেছেন, মহামারির সময় তাঁরা দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে কাজ করেছেন।

ডব্লিউএইচওর পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক বলেন, ডব্লিউএইচও এ গবেষণার আলোকে তাঁদের নীতি উন্নয়নের পরিকল্পনা করছেন। ডব্লিউএইচওর প্রযুক্তিবিষয়ক কর্মকর্তা ফ্রাঙ্ক পেগা বলেন, কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ কর্মীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে কর্মঘণ্টা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে নির্দিষ্ট ওই সময়ের মধ্যে কর্মীদের কর্মক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব হবে।

ওজন কমাতে আইসক্রিম খাচ্ছেন না ?

গ্রীষ্মকাল এলেই মনে পড়ে ছোটবেলার কাঠি আইসক্রিমের কথা। দুপুরবেলা ঘণ্টা বাজিয়ে বিক্রি করতে আসত সেই অরেঞ্জ আইসক্রিম। যার মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি থাকত। এই ধরনের আইসক্রিম ছোট থেকে বড় সকলের প্রিয়। কিন্তু এখন সহজে দেখা মেলে না এই ধরনের কাঠি আইসক্রিমের। যদিও এগুলো হল পপসিকল। জল ও ফ্লেভার দিয়ে তৈরি করা হয় এগুলো।

বিভিন্ন স্বাদে পপসিকল পাওয়া যায়। এই গরমে যেহেতু আম, তরমুজ, আঙুরের মতো ফল সহজেই পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন পপসিকাল। ফলের তৈরি পপসিকল অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আর ওজন কমানোর জন্যও উপযুক্ত এই পপসিকাল।

এতে চিনি ও ক্রিম একদম থাকে না। ফলের তৈরি পপসিকল খাওয়ার উপকারিতাও রয়েছে। যেহেতু এতে ফল থাকে, তাই এগুলো স্বাস্থ্যকর। পাশাপাশি এতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। এতে গরমেও শরীর হাইড্রেটেড থাকে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক ফলের তৈরি পপসিকলের রেসিপি। তরমুজ ও কিউইয়ের তৈরি পপসিকল- এক বাটি তরমুজ নিন। বীজ ছাড়িয়ে নেবেন। ১টা কিউই গোল করে কেটে নিন। তরমুজের জুস বানিয়ে নিন। এবার আইসক্রিমের পাত্রে তরমুজের জুস ঢেলে দিন। এতে কিউইয়ের টুকরোগুলো ফেলে দিন। এবার কাঠি গুঁজে মিশ্রণটি ৫-৬ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। দই ও ফলের তৈরি পপসিকল-

১ কাপ পছন্দের কাটা ফল নিন। এই ফলগুলো প্রথমে ফ্রিজে রেখে জমিয়ে নেবেন। এরপর ২ কাপ দই নেবেন। জল ঝরিয়ে অল্প ফেটিয়ে নিন। এবার আইসক্রিমের পাত্রে দইটা ঢেলে দিন। এরপর ফ্রোজেন ফলগুলো এর মধ্যে ঢেলে দিন। এবার এতে কাঠি দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ৬ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে দইয়ের তৈরি পপসিকল। আমের তৈরি পপসিকল- বাজারে এখন হিমসাগর আমের দেখা মিলতে শুরু করেছে। এই সুযোগে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন আমের তৈরি পপসিকল। পাকা আম ব্লেন্ড করে নিন। এবার এই আমের মিশ্রণটি আইসক্রিম তৈরির পাত্রে ঢেলে নিন। কাঠি দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন ৫-৬ ঘণ্টা। মিষ্টি স্বাদের আম হলে এই পপসিকল খেতে আরও ভাল লাগবে।

গরমে হজমের সমস্যা লেগেই থাকে

এই মুহূর্তে বাইরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাপিয়ে গিয়েছে। চলছে তাপপ্রবাহ। সকাল ৭.৩০ বাজতে না বাজতেই রোদের তাপে বাইরে বেরনো দায়। আপাতত কিছুদিন এরকমই চলবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন নেই। গরমে-ঘামে চটজলদি শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। শরীরের থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। আর অতিরিক্ত এই জল বেরিয়ে যায় বলে শরীর তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে যায়।

গরমের দিনে সবথেকে সাধারণ সমস্যা হল পেট আর হজমের সমস্যা। কোন খাবার থেকে যে হঠাতপেট খারাপ হয়ে যায় তা বোঝা মুশকিল। এছাড়াও বদহজম, গ্যাস-অম্বল, অ্যাসিডিটি এসব তো লেগেই থাকে। গরম আবহাওয়া, পর্যাপ্ত জল না খাওয়া, ফাইবার কম

খাওয়াতে শরীরে সমস্যা বেশি হয়। আর তাই গরমের দিনে বিশেষ এই ডায়েট টিপস মেনে চলতেই হবে।

কুইনোয়া- কুইনোয়া আমাদের শরীরের জন্য খুব ভাল। গরমের দিনে শরীর ঠিক রাখতে ভূমিকা রয়েছে কুইনোয়ার। টাইপ ২ ডায়াবেটিস রুখতে ভাল কাজ করে কুইনোয়া। কুইনোয়া হজমে ভীষণ সহায়ক। ফাইবার বেশি থাকায় অন্ত্র ঠিক থাকে।

শাক- পালং, লেটুস, বাঁধাকপি, ব্রকোলি এসব নিয়ম করে খেতে পারলে খুবই ভাল। ভাতের পাতে শাক খাওয়া বাঙালির বহুদিনের অভ্যাস। প্রথম পাতে শাক, ঘি খাওয়া শরীরের জন্য ভাল।

শসা- শসার মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়াও ফাইবারও থাকে। গরমে পেট ঠান্ডা রাখতে আর হজম করতে সাহায্য করে শসা। শসা দিয়ে রায়তা বানিয়ে খেতে পারেন। এছাড়াও শসার স্যালাড বানিয়ে খেতে পারেন।

তরমুজ- তরমুজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে। থাকে জলও। গরমের দিনে অবশ্যই একটা করে তরমুজ খাবেন। শরীরকে হাইড্রেট রাখতে আর হজম ঠিক রাখতে সাহায্য করে এই তরমুজ।

দই- দই এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোবায়োটিক থাকে। প্রোবায়োটিক আমাদের অন্ত্র ঠিক রাখতে সাহায্য করে। গরমের দিনে রোজ একবাটি করে টকদই অবশ্যই খাবেন।

টমেটো- টমেটোর মধ্যেও থাকে প্রচুর পরিমাণ জল। এছাড়াও এর মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ডাল, সবজি, স্যালাড বা স্যুপ হিসেবে টমেটো খেতে পারেন। টমেটো খেলে অ্যাসিড হয় না হজমের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

গ্রীষ্মকালের সবজির উপকারিতা

গ্রীষ্মকালের সবজি বলতে ঝিঙে, পটল, লাউ, কুমড়ো। এই সব মরশুমি আনাজের উপকারিতা অনেক। রোজ খেলে রোগ ভোগের হাত থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন। তেমনই আরেকটি সবজি জল চিচিঙ্গে। গরম ভাতে পোস্ত দিয়ে চিচিঙ্গে খেতে মন্দ লাগে না। আবার অনেকে চিংড়ি দিয়ে এই সবজির তরকারি বানান। কিন্তু গরমের দিনে চিচিঙ্গে খেলে কী উপকারিতা মেলে, জানেন?

চিচিঙ্গের মধ্যে ফাইবার, ফ্ল্যাভোনয়েড, ক্যারোটিনয়েড, ফেনোলিক অ্যাসিড, এবং প্রয়োজনীয় মিনারেল রয়েছে। ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটেড থেকে শুর করে ভিটামিন এ, ই, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক সব কিছুই পাওয়া যায় এই আনাজের মধ্যে।

গরমের দিনে চিচিঙ্গে খাওয়ার উপরকারিতা-

গরমকালে যেমন তাপমাত্রা বাড়ে, তেমনই রোগও বাড়তে থাকে। জলবাহিত রোগের সংখ্যা বেশিই। আর তার মধ্যে অন্যতম হল জন্ডিস। জন্ডিস হল বিলিরুবিনের

মাত্রা কমে যায় এবং একাধিক সমস্যা দেয়। এই সব হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। চিচিঙ্গের তৈরি খাবার এই সময় দারুণ উপকারী।

এছাড়া নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় চিচিঙ্গে রাখলে এটি হজম স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যেহেতু চিচিঙ্গের মধ্যে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ফাইবার রয়েছে, তাই এই আনাজ আমাদের শরীরকে নানা উপায়ে উপকৃত করে। যাঁরা টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন কিংবা রোজ পেট গণ্ডগোল লেগেই রয়েছে, তাঁদের জন্য দারুণ উপকারী এই চিচিঙ্গে। সাধারণত চিচিঙ্গে ভাজা, চিচিঙ্গে পোস্ত কিংবা চিচিঙ্গের তরকারি বা ঝাল বানিয়ে খাওয়া হয়। এবার স্বাদ বদল করতে চিচিঙ্গের কোফতাকারি ট্রাই করতে পারেন। দেখে নিন চিচিঙ্গের কোফতাকারির রেসিপি।

চিচিঙ্গের কোফতাকারির রেসিপি- ১ কাপ ছোলার ডাল ও ২ টেবিল চামচ সবুজ মুগ ডাল জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সেটা ২টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিক্সিতে বেটে নেবেন। অন্যদিকে, ১টা তাজা চিচিঙ্গে গ্রেটারে করে ঘষে নিন। তারপর চিচিঙ্গে থেকে চেপে সমস্ত জল বের করে নিন। ডালের মিশ্রণের সঙ্গে চিনিঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণের সঙ্গে একে-একে মিশিয়ে দিন ১ চামচ আদা ও রসুন বাটা, হলুদ-লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে-জিরে গুঁড়ো, বেসন ও চালের গুঁড়ো। স্বাদ বুঝে মিশিয়ে দিন নুন। ভাল করে মেখে নিন। এবার এই মিশ্রণ থেকে বড়া কেটে সর্ষের তেল কড়া করে ভেজে নিন। বড়া ভেজে একটি পাত্রে তুলে রাখুন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে জিরে, গোটা গরমমশলা, তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে পেঁয়াজ কুচি ও টমেটো কুচি দিয়ে ভেজে নিন। টক দই মিশিয়ে ভাল গ্রেভি বানিয়ে নিন। এতে স্বাদমতো নুন, চিনি ও হলুদ গুঁড়ো দেবে। গ্রেভি ফুটতে শুরু করলে এবার এতে ভেজে রাখা বড়াগুলো দিয়ে দিন। এবার মিশ্রণটা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তারপর উপর থেকে কাঁচালঙ্কা ও ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন চিচিঙ্গের কোফতাকারি।

স্ক্রাবিং কিংবা বিউটি প্যাক নয়, তুলসি পাতা দিয়ে মুখে ভাপ নিলেই চমকাবে

গরম পড়তেই চুল আর ত্বকের দফারফা। শীতে ক্রিম-যত্নের গুণে মুখ পরিষ্কার থাকে। ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও সমস্যা থাকে না। তাপমাত্রা কম থাকায় শীতে ত্বক বেশ ভাল থাকে। গরম পড়তেই ত্বক আবার শুকিয়ে যেতে শুরু করে। রোদ, দূষণ এসব ত্বকের উপর খুবই বেশি প্রভাব ফেলে। ঘামের মধ্যে ধুলো বসলে ত্বকের উপর তাড়াতাড়ি বলিরেখা পড়ে।

সেই সঙ্গে ব্রণর সমস্যা হয়। এছাড়াও গরমে ত্বক থেকে বেশি পরিমাণ তেল নিঃসৃত হয়। আর তৈলাক্ত ত্বকেই সমস্যা হয় সবচেয়ে বেশি। গরমে নানাল রকম অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি এসব লেগেই থাকে। আর তাই এই সমস্যা এড়াতে এবং মুখ পরিষ্কার রাখতে স্ক্রাবিং করার কথা বলা হয়। গরমের দিনে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন স্ক্রাবিং খুবই জরুরি।

এছাড়াও সারাবছর দিনের মধ্যে দুবার ফেসওয়াস দিয়ে মুখ ধোওয়া উচিত। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মুখ পরিষ্কার করে তবেই ঘুমোন। এক্ষেত্রে বাডারচলতি স্ক্রাবিং এর পরিবর্তে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারলেই সবচেয়ে ভাল। কফি, চালের গুঁড়ো, চিনি, লেবুর রস আর সামান্য মধু একসঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাবার বানিয়ে নিন। গরমের দিনে টকদই, বেসন, টমেটো এসব ব্যবহার করলে ত্বকের জন্য খুবই ভাল। ঘরোয়া উপাদানেই ত্বক বেশি ভাল থাকে। আলাদা করে আর ফেশিয়ালের প্রয়োজন পড়ে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল যদি স্টিম নিতে পারেন।

সপ্তাহে একদিন ভাল করে স্টিম নিলেই ডিপ ক্লিন হয়ে যায়। জলের মধ্যে তুলসি পাতা ফেলে

ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর স্টিম নিন। এতে মুখের জমে থাকা ময়লা বেরিয়ে আসবে। ত্বককে খুব ভাল করে এক্সফোলিয়েটও করবে। স্টিম নিলে পোরসের মধ্যে থাকা ময়লা বেরিয়ে আসে। কোনও রকম ব্যাকটেরিয়া ত্বকের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। আর ত্বক বেশ ভাল থাকে। যে কারণে ফেসিয়ালের সময় এই স্টিম দেওয়া হয়। তবে রোজ রোজ স্টিম নেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রবিবারে গ্যাসে জল বসিয়ে মুখে খুব ভাল করে স্টিম দিয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন স্টিম নিলেই মুখ চকচক করবে। যাবতীয় তেল-ময়লাও দূর হয়ে যাবে। মুখে অ্যালার্জি, লাল হয়ে যাওয়া এই সব সমস্যাও হবে না।

মুখের ভিতর ঘা? কোনও পুষ্টির ঘাটতি নাকি সংক্রমণের লক্ষণ

মুখে ঘা হলে কোনও খাবার খাওয়া যায় না। গরম, ঝাল কিংবা নোনতা খাবারে মুখে তোলা যায় না, এতটাই কষ্ট হয়। সাধারণ মাড়ি, দাঁত, জিভ বা গালের ভিতরে সংক্রমণ হলে সেখান থেকে ঘা হয়। কিন্তু এই মুখের ঘা বা আলসারকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। এখান থেকে মুখের গহ্বরে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। যদি অল্প দিনের মধ্যেই ঘা নির্মূল হয়ে যায়, তাহলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেও এই ঘা ২ সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়। সেক্ষেত্রে সাবধান হওয়া জরুরি। মুখে ঘা হলে উপর থেকে সাদা দেখায় কিন্তু ভিতরে দগদগে লাল হয়ে থাকে। এই ঘা হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। শরীরে ভিটামিনের অভাব থাকলে, ভাল করে দাঁত না মাজলে বা মাড়ি পরিষ্কার না করলে সেখান থেকে এই ধরনের ঘা হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ঠান্ডা লেগেও মুখের ভিতর ঘা হয়। শরীরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের ঘাটতি তৈরি হলে, সেখান থেকে মুখের ভিতর আলসার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সাধারণত মুখের ভিতর ঘা হলে ঝাল বা নোনতা জাতীয় খাবার খাওয়া যায় না। এমনকী গরম খাবার মুখে তোলাও দায় হয়ে যায়। এই অবস্থায় আপনি ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্য নিতে পারেন। হ্যাঁ, মুখের আলসার নির্মূল করতে আপনি ঘরোয়া টোটকা কাজে লাগাতে পারেন। এতে চটজলদি আরাম মিলবে। হলুদ: মুখের আলসার থেকে রেহাই পেতে হলুদের সাহায্য নিন। কাঁচা হলুদের পেস্ট আপনি সরাসরি ঘায়ের উপর লাগাতে পারেন। হলুদ ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। প্রথমদিকে একটু জ্বালাভাব দেখা দিলেও, এতে আপনার মুখের ঘা দ্রুত নিরাময় হয়ে যাবে। মধু: মধুর মধ্যে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি মুখের ঘায়ের ব্যথা, জ্বালাভাব ইত্যাদি কমাতে সাহায্য করে। দিনের তিন-চারবার ঘায়ের উপর মধু লাগান। এতে আপনার ঘা ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যাবে। নুন-জল: দু'বেলা নুন-জল দিয়ে কুলকুচি করুন। নুন জল দিয়ে গার্গেল বা কুলকুচি করলে মুখের মধ্যে থাকা সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এটি ঘায়ের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি দ্রুত ঘা শুকনো করতে সাহায্য করে। ডায়েটে ভিটামিন সি রাখুন: ডায়েটে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। লেবুর জল, কমলালেবু, মুসাম্বি, কিউই ইত্যাদি বেশি করে খান। তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। এতে মুখে আলসারের সমস্যা সহজেই এড়াতে পারবেন।

জল ঢেকে রাখছেন বিছানার পাশে ! হতে পারে মারাত্মক বিপদ

আমরা অনেকেই বিছানার পাশে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে জল ঢেকে রাখি। যাতে হঠাতরাতে যদি ঘুম ভেঙে তৃষ্ণা পায় তবে যেন সহজেই জল খেতে পারি। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষের মধ্যেই এমন অভ্যাস দেখা যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন এই অভ্যাসে হতে পারে প্রাণঘাতী

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটেও স্বাস্থ্যের জন্য এ অভ্যাস উপযোগী নয়।

কারণ সারা রাতের ঢেকে রাখা স্বাদ অনেক তাই পালটে যায়। আর এই স্বাদ বদলের কারণ হিসাবে পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, সারা রাত গ্লাসে ঢেকে রাখা জলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়।ফলত জলের পিএইচ মাত্রা কমে যায় যায়। ঠিক আর এ জন্যই জলের স্বাদ পালটে যায়।

এই জল স্বাস্থের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন।আর এই স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বেড়ে যায়, জল রাখার পাত্রটি কাচের গ্লাস না হয়ে প্লাস্টিকের গ্লাস, মগ , জগ হয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, দির্ঘক্ষণ প্লাস্টিকের পাত্রে জল থাকলে প্লাস্টিকের কিছু অংশ জলের মধ্যে মিশতে শুরু করে। আর সেই জল খেলে বিষাক্ত পদার্থ গুলি প্রবেশ করে আমাদের দেহে তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিছানার পাশে গ্লাসে বা জগের পরিবর্তে তমার পাত্রে জল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আর শুধুমাত্র রাতে নয়,তারা কখনোই দির্ঘক্ষণ একটি পাত্রে জল না রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। কীভাবে জল খাবেন তাহলে , নিশ্চয়ই মাথায় এই প্রশ্ন মাথায় ঘোরাফেরা করছে তাই না?

এবিষয়ে গবেষকদের পরামর্শ হল ফিল্টার থেকে জল নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে জল খেয়ে ফেলার অভ্যাস করুন। তবে যদি বাড়িতে ফিল্টার না থাকে তাহলে মাটির পাত্রে জল রাখুন চট জলদি সেখান থেকে জল ঢেলে খেয়ে নিন। এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকটাই কমবে।

ভেষজ পাতা বেটে রোজ মাখলে ব্রণ দূর হবে

খাবারে স্বাদ যোগ করতে অনেকেই পুদিনা পাতা ব্যবহার করেন। গরমের দিনে কোনও শরবতে যদি পুদিনা পাতা মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ফ্রেশনেস চলে আসে। জানেন কি, এই ভেষজ উপাদানটি রূপচর্চাতেও কাজে আসে। বিশেষত ব্রণর সমস্যা নির্মূল করতে দারুণ কার্যকর এই পুদিনা পাতা। ব্রেকআউট থেকে শুরু করে ব্রণর দাগ নিমেষে দূর করে দিতে পারে পুদিনা পাতা।

শুধু আপনাকে জানতে হবে ব্যবহারের সঠিক উপায়।

পুদিনা পাতার উপকারিতা-

পুদিনার পাতার মধ্যে স্যালিসিলিক অ্যাসিড রয়েছে। এই স্যালিসিলিক অ্যাসিড ব্রণর সমস্যা দূর করে সাহায্য করে। এটা এক ধরনের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এজেন্ট এবং এটি রোমকূপ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, পুদিনাপাতার মধ্যে ফ্ল্যাভনয়েড, ফেনোলিক, ফসফরাস, ভিটামিন সি, ই এবং ক্যালশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। পুদিনা পাতার মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে ফ্রি র্যাডিকেল ধ্বংস করে দেয় এবং ত্বককে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ব্রণ, হাইপারপিগমেনটেশনের সমস্যা দূর করে দেয় পুদিনা পাতা।

যে উপায়ে ব্রণর উপর পুদিনা পাতা ব্যবহার করবেন-

১) এক মুঠো পুদিনা পাতা নিয়ে বেটে নিন। এই পুদিনা পাতা বাটা সরাসরি ব্রণর উপর লাগান। শুকনো হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। তারপর সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই টোটকাটা আপনি প্রতিদিন কাজে লাগাতে পারেন। পুদিনা পাতার মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং অক্সিডেটিভ চাপ কমায়। পাশাপাশি ব্রণর সমস্যা দূর করে।

২) এক মুঠো পুদিনা পাতা বেটে, এর সঙ্গে মধু মিশিয়েও ব্রণর উপর লাগাতে পারেন। ৩০ মিনিট রাখার পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই টোটকা ব্রণর উপর ম্যাজিকের মতো কাজ করে। মধু ও পুদিনা পাতা দুটোই ভেষজ উপাদান এবং এই মিশ্রণ ব্রণর সমস্যা দূর করতে দারুণ কার্যকর। এই প্রতিকারটিও আপনি প্রতিদিন কাজে লাগাতে পারেন।

৩) পুদিনা পাতা গোলাপ জলের সঙ্গে বেটেও ব্রণও উপর লাগাতে পারেন। ৩০ মিনিট পর শুকিয়ে সাধারণ জল দিয়ে মুখে ধুয়ে ফেললেই হবে। তৈলাক্ত ত্বকের উপর এই টোটকা দারুণ কার্যকর। গোলাপ জল মুখ থেকে অতিরিক্ত তেল অপসারণ করে দেয়। পাশাপাশি এটি ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং ত্বকের উপর প্রাকৃতিক অ্যাস্ট্রিনজেন্ট হিসেবে কাজ করে। পুদিনা পাতা ও গোলাপ জলের সংমিশ্রণ ব্রণর লালচে ভাব, জ্বালাভাব ও ব্যথা কমায়। ব্রণর সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়া পর্যন্ত আপনি প্রতিদিন এভাবে পুদিনা পাতাকে ব্যবহার করতে পারেন।

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য

কলকাতা, ১৬ মে (হি স)। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মামলার বেঞ্চ পরিবর্তিত হয়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে মামলা সরে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনার বেঞ্চে। নতুন বেঞ্চে মামলা যাওয়ার পর রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয় উচ্চ আদালতে।

সেই রায়ই বহাল রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনা। বিচারপতি সিনা রাজ্যের আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি এই মামলায় পূর্ববর্তী নির্দেশই বহাল রেখেছেন। অর্থাৎ, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। এ বার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য। পুর মামলায় পূর্ববর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রাজ্যের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ইডির আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরসভার মামলা ওই বিচারপতির বিচারাধীন বিষয় নয়। তবে তিনি কী ভাবে এই নির্দেশ দিতে পারেন? হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠিক করেন কোন বিচারপতি কোন মামলার বিচার করবেন। ওই বেঞ্চে পুরসভার মামলা নেই। তাই এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই ওই বেঞ্চের।"তাঁর সংযোজন ছিল, "আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। সাধারণত কোনও ঘটনা ঘটলে তা রাজ্যের পুলিশ তদন্ত করে। খুবই কম ঘটনায় অন্য সংস্থাকে তদন্তভার দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে রাজ্যকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই ইডির আবেদন কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়।"

এই বিষয়ে মূল মামলকারীদের আইনজীবীর বক্তব্য, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষা দুর্নীতি মিশে রয়েছে। কারণ, এখানে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। গত শুক্রবার এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রেখেছিলেন বিচারপতি সিনা।

সিকিম প্রতিষ্ঠা দিবসে আজ অনেক জায়গায় অনুষ্ঠান

গ্যাংটক, ১৬ মে (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার সিকিম রাজ্যের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে সিকিম ২২ তম রাজ্য হিসাবে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আগে সিকিম একটি রাজকীয় রাজ্য ছিল। নামগিয়াল রাজবংশ ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিকিম শাসন করেছিল। ১৯৭০-এ সিকিমের লোকেরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলতে শুরু করে এবং গণতন্ত্রের দাবি করতে শুরু করে।

এদিকে, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এইভাবে সিকিম গণভোটের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের একটি অংশ হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রপন্থী এলডি কাজী সিকিমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। কাজীর পর নর বাহাদুর ভান্ডারি সিকিমের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে সিকিমের লাগাম সামলান। প্রয়াত ভান্ডারির পরে পবন চামলিং প্রায় ২৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দেশের কোনো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রথম নেতা যিনি এতদিন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন বিবি গুরুং। কিন্তু তিনি এই পদে ছিলেন মাত্র ১৩ দিন। সঞ্চমন লিম্বুও ছয় মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের পর, সিকিমের লাগাম এখন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর হাতে। ২৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকা পবন চামলিংকে সরিয়ে তিনি ক্ষমতা অর্জন করেন।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, সরকারের ওপরেই দায় চাপাতে চান পরিবেশকর্মী

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : ফের পূর্ব মেদিনীপুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে অনেকে হতাহত হওয়ায় রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন পরিবেশ ও সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, নৈঃশব্দের অধিকার ও বাজি কারখানায় লাগাম রাখতে আমরা বারবার সরকারের বিভিন্ন স্তরে লিখিত আবেদন করেছি। কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কয়েক মাসের ব্যবধানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার দুপুরে কেঁপে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রাম। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বেশ কয়েকজনের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত ২০ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলায় অবস্থিত একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৩ জন মারা যান। এর পর ২৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিদেশ দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক এবং চন্দননগর পরিবেশ আকাদেমীর সভাপতি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে জানান, "এই ধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোনও ঘটনা নয়। ১৯৮০-র দশকে চন্দননগরের অন্তর্গত পাদ্রীপাড়া অঞ্চলে এমনই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে একবার ১১ জন এবং দ্বিতীয়বার ৬ জন নিহত হন। হাওড়া জেলার বাগনানে অবস্থিত হাটুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাজি কারখানার বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন মারা যান। ১৯৯৬ সালে কলকাতা হাইকোর্ট নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ জারি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হতভাগ্য পরিবারগুলি টাকা পেয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আমাদের কাছে বেআইনি বাজি কারখানা বিস্ফোরণের ফলে যে মৃত্যুমিছিলের হিসাব রয়েছে তা অত্যন্ত আতঙ্কজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। মৃত্যুমিছিলের বিবরণ যথাক্রমে- ১) ২০০৯- কালনা - মৃত ৮ জন, ২) ২০১০ - ধনেখালি - মৃত ৬ জন, ৩) ২০১১ - কোলাঘাট - মৃত ৩ জন, ৪) ২০১৩- কালনা - মৃত ২ জন, ৫) ২০১৩- পাঁশকুড়া -মৃত ৩ জন, ৬) ২০১৩- বেগমপুর -মৃত ৪ জন, ৭) ২০১৪- ময়না- মৃত ৩ জন, ৮) ২০১৫- পিংলা- মৃত ১২ জন, ৯) ২০১৬- বজবজ- মৃত ২ জন, ১০) ২০১৬- নীলগঞ্জ- মৃত ১ জন, ১১) ২০১৭- চম্পাহাটি-মৃত ১ জন, ১২) ২০১৭- আমডাঙা- মৃত ৫ জন, ১৩) ২০১৮- হালিশহর- মৃত ৩, ১৪) ২০১৮- হালিশহর- মৃত ৩, ১৫) ২০১৯- কাঁথি- মৃত ২, ১৬) ২০১৯- মহেশতলা- মৃত ২, ১৭) ২০১৯- কেশপুর- মৃত ১, ১৮) ২০২০- নৈহাটি- মৃত ৫, ১৯) ২০২১- নোদাখালি- মৃত ৩, ২০) ২০২৩- মহেশতলা- মৃত ৩। উল্লেখ্য, এই সমস্ত ঘটনাতে আরও অসংখ্য মানুষ আহত হন।" এই তালিকা দাখিল করে বিশ্বজিৎবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে লেখেন, "যে তালিকা দেওয়া হলো তার থেকে অনেক বেশি লোক মারা গেছেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কারণ বিস্ফোরণের পরেই বহু মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনাল ১৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে রাজ্য সরকারকে বোআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করলেও তা কার্যকরী হয়নি। উপরিউক্ত ঘটনাপ্রবাহই তার প্রমাণ বহন করে। এমতাবস্থায় আমাদের বিনীত আবেদন, (ক) অবিলম্বে সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানা হোক, (খ) আইন মেনে শ্রমিকদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে বাজি কারখানার অনুমতি পাওয়া হোক, (গ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।"

এই প্রতিবেদককে মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্বজিৎবাবু জানান, "পশ্চিমবঙ্গের বুকে বহু বেআইনি বাজি কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। বারবার আবেদন নিবেদন করা সত্বেও এই বেআইনি কারখানাগুলি কাজ করে চলেছে। জানা গেছে, এই ধরনের কারখানায় বেআইনি বোমা ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। এইসব কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে কেবলমাত্র এই রাজ্যেই প্রায় ৭৫ জনের মতো মানুষ মারা গেছেন। গত ১১ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের এমনই একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে একজনের মৃত্যু হয়। তাই মনে হয়, এই রাজ্যে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। রাজ্য সরকার যথাযথ, কঠোর ব্যবস্থা নিলে হয়ত এত প্রাণহানি এবং শব্দদূষণ এড়ানো যেত। যে কোনও পরিস্থিতিতে, যে কোনও মূল্যে জারি রাখতে হবে নাগরিক আন্দোলন। ১৯৯৬ -র এপ্রিলে মাননীয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক ঐতিহাসিক তথা গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। সেটিকে কার্যকরী করা আজ অত্যন্ত জরুরি। সমাজের সকল স্তরের মানুষের দৃঢ় মানসিকতা আগামী দিনে এই রায়কে কার্যকরী করতে হবে। শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ন্যায়ালয়ের একের পর এক রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করে বিষয়টি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে এবং তার ফলস্বরূপ ২০০০ সালে প্রণয়ন করা হয় শব্দদূষণ সংক্রান্ত নতুন আইন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ থেকে আজ পর্যন্ত ১৪ জন শব্দ শহীদ হয়েছেন, যদিও মাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই দোষীরা কোনরকম শাস্তিও পাননি। দোষীদের দ্রুত শাস্তি ও শব্দশহীদদের ক্ষতিপুরণের জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন।"

৩১ মে ১০ দিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী ৩১ মে ১০ দিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে যাবেন বলে মঙ্গলবার সূত্র জানিয়েছে। আগামী ৪ জুন রাহুল গান্ধী নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে প্রায় ৫ হাজার অনাবাসী ভারতীয়দের সমাবেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্যানেল আলোচনা ও বক্তৃতার জন্য ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সরকারি রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করবেন। তার সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী হোয়াইট হাউসে একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন এবং ফার্স লেডি জিল বাইডেনকে আমন্ত্রণ জানাবেন। বিদেশ মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে এক প্রেস বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পরে সরকারের সমালোচনা করে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর আলোকপাত করার পরে লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর সংবাদ শিরোনামে ছিলেন রাহুল গান্ধী।

এগরায় তৃণমূল নেতার কারখানায় বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্ত চায় বিজেপি

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : এগরার ঘটনা নিয়ে এনআইএ তদন্তের দাবি জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি এই বিষয়টি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখবেন বলে জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরের এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সুকান্তবাবু। তাঁর অভিযোগ, বাজি কারখানা নয়, তৃণমূল নেতার কারখানায় বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। সেই সময়ই ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। টুইটারে তিনিএ কথা জানিয়ে লিখেছেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই ঘটনা রীতিমত উদ্বেগজনক"।

সূত্রের খবর, বাজি তৈরির আড়ালে বোমা তৈরি হত। সেখান থেকেই এই বিস্ফোরণ। ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে এগরা থানার পুলিশ। অভিযোগ, অবৈধভাবেই বাজি প্রস্তুত হচ্ছিল কৃষ্ণপদ বাগের কারখানায়। বাজি তৈরির বিপুল মশলা মজুত থাকায় বিস্ফোরণ ঘটে। যেহেতু সামনেই পঞ্চায়েত ভোট সেই কারণে প্রশ্ন উঠেছে, এটি অবৈধ বাজি তৈরির কারখানা না কি বৈধ কারখানা না কি বাজি কারখানার আড়ালেই চলছিল বোমা বাঁধার কাজ, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতি বলেন, "আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি. বাজি কারখানা ছিল বলেই খবর পেয়েছি। পুলিশ আগেই তল্লাশি করে বন্ধ করেছিল। তারপরও লুকিয়ে চলছিল। কতজন মারা গিয়েছেন এখনই বলতে পারব না। খুবই খারাপ লাগছে। প্রশাসনকে বলব কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে। আমি বিধায়ক হওয়ার পর এই প্রথম এই ঘটনা। আমি আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম। পুলিশও টহলদারি করেছে। কিন্তু গোপনে হয়তো চলছিল।"

অস্ত্রসহ গ্রেফতার মাওবাদী

খুন্টি, ১৬ মে (হি. স.) : মাওবাদী হারমান বড়লাকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে খুন্টির পুলিশ। ধৃত মাওবাদী খুন্টি জেলার নিচিতপুর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ একটি দেশি তৈরি কট্টা, ৩১৫ বোরের একটি লাইভ বুলেট, দুটি পিএলএফআই প্যাম্পলেট এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

খুন্টি পুলিশ খবর পেয়েছিল যে পিএলএফআই সদস্য শ্রাবণ দাস তার অন্যান্য সহযোগীদের সাথে নিচিতপুর গ্রামে এলাকায় কিছু ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। এ তথ্য পেয়ে খুন্টির এসপি একটি দল গঠন করে অভিযান চালান। সোমবার একই অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী সংগঠন পিএলএফআইয়ের সক্রিয় সদস্যকে অস্ত্র, গুলি, পিএলএফআই প্যামফলেট ও মোবাইলসহ রানিয়া থানা এলাকার অন্তর্গত নিচিতপুর গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়।

শিলচরের রামনগর বাইপাসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুলিশের গাড়ি, আহত আট, সংকটজনক দুই

শিলচর (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের শহরতলি রামনগর বাইপাসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে করিমগঞ্জ পুলিশের রিজার্ভড টাটা সুমো। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার রাত আনুমানিক ১১ নাগাদ। ঘটনায় আহত হয়েছেন সুমো চালক সহ আট পুলিশকর্মী। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে খবর পাওয়া গেছে। আহতদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আহত পুলিশকর্মীরা যথাক্রমে করিমগঞ্জ সদর থানার হেড কনস্টেবল অজিত নাথ লস্কর, কনস্টেবল সুরমান আলি, কলিম উদ্দিন, নজরুল হুসেন লস্কর, আব্দুল কাদির, বাবুল হুসেন লস্কর, হাবিব উদ্দিন এবং সুষেণ শুক্লবৈদ্য। জানা গেছে, গতকাল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে দুই অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে একটি টাটা সুমো ভাড়া করে পুলিশের দল করিমগঞ্জ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুরন্ত টাটা সুমো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বারো চাকার লরিতে। আর এতেই দুমড়ে-মুচড়ে যায় সুমো গাড়িটি। গাড়িতে দুই অভিযুক্ত সহ মোট ১১ জন থাকলেও এদের মধ্যে আটজন আহত হয়েছেন।

ঘটনার পর স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান।

বর্তমানে মেডিক্যালে তাদের চিকিৎসা চলছে। আহত সুষেণ শুক্লবৈদ্য ও অজিত নাথের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় রাতেই উভয়কে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে যান কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। তিনি আহতদের খোঁজখবর নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাহুল নামের জনৈক সুমো চালক নেশাগ্রস্ত থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মারেন। দুর্ঘটনায় চালক সহ আট পুলিশ কর্মী আহত হলেও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে দুই অভিযুক্ত, জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

ভেঙে পড়ল ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমান

লেহ, ১৬ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার লেহ বিমানবন্দরের রানওয়েতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমান ভেঙে পড়ে। এর জেরে লাদাখের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়। লাদাখের সমস্ত ফ্লাইট বাতিলের কারণে লেহে উপস্থিত ভারত ও বিদেশী পর্যটকরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী তাদের বিমান মেরামতের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। আধিকারিকদের জানানো হয়েছিল, দিল্লি থেকে লেহ যাওয়ার স্পাইসজেটের একটি বিমান সকালে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এর পরে বিমানবাহিনীর বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার চণ্ডীগড় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। গ্লোবমাস্টার যখন উড়ানের জন্য প্রস্তুত, বিমানটি হঠাৎ রানওয়ের মাঝখানে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং থেমে যায়। রানওয়েতে উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ায় বিমানবন্দরে কোনও বিমান অবতরণ বা উড়তে পারেনি।

হাইলাকান্দিতে তিন কোটি টাকার ড্রাগস সহ গ্রেফতার তিন পাচারকারী

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে হাইলাকান্দি পুলিশ। ধৃত নজরুল হুসেন বড়ভুঞা, বিক্রম রিয়াং এবং আজমল হুসেন বড়ভঞার হেফাজতথেকে তিন কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল।

এ ব্যাপারে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার নবনীত মহন্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে ৩৩২ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, দক্ষিণ হাইলাকান্দির জামিরা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাজারল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের দল স্থানীয় বকতল গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই বৃহৎ পরিমাণের নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করেছে।

সেই সঙ্গে ড্রাগস পাচারে জড়িত অভিযোগে পুলিশ তিন পাচারকারী নজরুল হুসেন বড়ভুঞা, বিক্রম রিয়াং এবং আজমল হুসেন বড়ভুঞাকে গ্রেফতার করেছে। বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসগুলির বাজারমূল্য তিন কোটি টাকার বেশি হবে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। ধৃত ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে রামনাথপুর থানায় এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামসা রুজু করা হয়েছে।

লালু যাদবের সহযোগী প্রেম চন্দ্র গুপ্তার নয়ডা, দিল্লি এবং গুরুগ্রামের বাড়িতে সিবিআই হানা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) চাকরি কেলেঙ্কারির মামলা মঙ্গলবার সকাল থেকে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের সহযোগী প্রেম চন্দ্র গুপ্তার নয়ডা, দিল্লি এবং গুরুগ্রামের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে এবং বিহার এবং দিল্লি-এনসিআরে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সঙ্গে যুক্ত নেতাদের বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে।

সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সিবিআইয়ের একটি দল আজ সকালে দিল্লি, নয়ডা এবং গুরুগ্রামে লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ প্রেম চাঁদ গুপ্তার বাড়িতে পৌঁছেছে। এরই সঙ্গে বিহারে আরও কিছু আরজেডি নেতার বাড়িতে পৌঁছেছে সিবিআই দল।

এগরার গ্রামে বিস্ফোরণ, নিহত তিন, গুরুতর জখম চার

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার এক নম্বর ব্লকের সাহারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খাদিকুল গ্রামে এক বাজি কারখানা। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, হঠাৎ তীব্র বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায় গ্রামে।

বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে গ্রামের রাস্তায় ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, বিস্ফোরণের জেরে অনেকের মৃত্যু হয়। তবে জেলা পুলিশ সুপারের তৎক্ষণাৎ দাবি, তখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন চার জন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে বাজি কারখানাটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জখমদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিকটবর্তী হাসপাতালে। একাধিক বাড়িতে এই বাজি কারখানা ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বাজি কারখানার কোনও অনুমোদন ছিল নাকি তা সম্পূর্ণ বেআইনি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীদের বক্তব্য, বেআইনিভাবে এখানে বাজি কারখানা চলছিল। বিস্ফোরণের ফলে গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এ নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, "ওড়িশা সীমানা থেকে কিছুটা দূরে একটা বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। সেখানে বাজি তৈরি হচ্ছিল। বিস্ফোরণের জেরে এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন চার জন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে।"

প্রসঙ্গত, এর আগেও পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে এই ধরনের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল

কুন্তলের চিঠিতে অভিষেকের নাম মামলায় মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা সিবিআই-ইডি'র

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় আদালতের নির্দেশে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট পেশ করল সিবিআই ও ইডি।

কুন্তল ঘোষ এর আগে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তদন্তে জেরা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন। তা হাই কোর্টের গোচরে এলে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুন্তলের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হোক। সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান অভিষেক। শীর্ষ আদালতে স্বস্তি মেলে। প্রথমে অভিষেকের জেরায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তারপর মামলাটি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে সরিয়ে নতুন বিচারপতির নিয়োগের নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। মামলার শুনানি শেষ। আপাতত রায়দান স্থগিত। তবে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই হতে পারে রায়দান।

ফের তোর্ষায় স্নান করতে নেমে মৃত্যু কিশোরীর

কোচবিহার, ১৬ মে (হি.স.) : একের পর এক প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে তোর্ষা। মঙ্গলবার কোচবিহার শহর সংলগ্ন কাড়িশাল এলাকায় নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় এক কিশোরী। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনা শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সুহানা পারভীন নামে ওই কিশোরীর বাড়ি দর্জিপাড়ায়। কাড়িশালে সে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সকালে মা ও দিদির সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যায়। সে নদীতে নামলেই তলিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারাই খোঁজাখুঁজি করে তাকে নদী থেকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ছয়জন তোর্ষায় তলিয়ে গিয়েছে। গত ১০ মে কালীঘাটে স্নান করতে নেমে দুই কিশোর মারা যায়। ১৫ এপ্রিল মধুপুরে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছে। গত বছর ৭ নভেম্বর কাড়িশালে স্নান করতে নেমে দুই কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের বচসার জেরে মৃত্যু বৃদ্ধার তুমুল উত্তেজনা সালারে

মুর্শিদাবাদ, ১৬ মে (হি. স.) : সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের সালারে এক বৃদ্ধা মারা যান। অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের মধ্যে ঝামেলার জেরেই প্রাণ গেল তাঁর। এই ঘটনাকে ঘিরে ছড়ায় প্রবল উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁদতারা বিবি নামে এক বৃদ্ধা প্রায় দু'বছর ধরে কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর বাড়ি সালার থানার মাধাইপুর গ্রামে। তাঁকে মাঝে মধ্যেই কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। সেইমতো সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ ওই বৃদ্ধাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের লোকজন অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে আসেন সালারে। কিন্তু সেখানেই ঘটে যত বিপত্তি। অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের মধ্যে তুমুল ঝামেলা বেঁধে যায়। কে ওই রোগীকে কলকাতা নিয়ে যাবেন, তাই নিয়ে বচসা তুঙ্গে ওঠে।

মৃতের পরিবারের লোকজনদের পছন্দ মতো একটি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে কলকাতায় রওনা দিলে অন্য অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় বলে অভিযোগ। এ নিয়ে রাস্তাতে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। অ্যাম্বুল্যান্সে ভাঙচুর করারও অভিযোগ উঠেছে। পরে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। ইতিমধ্যেই বৃদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন পরিবারের লোকজনেরা।এদিকে এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এই ঘটনায় দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন। কেন এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডাক দিলেন প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

তাই প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বদের কাজের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান হওয়ার পরামর্শ দিলেন। এসব কিছুই হচ্ছে সামনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে জন্য নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করার একমাত্র উপায়। কারণ তিনি যে একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করেছেন তার কোনটাই কাজ হয়নি।

এডিসি নির্বাচনের আগে যে বাণটি তিনি ছেড়েছিলেন সেটি হলো গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড। এই ইস্যুতেই ভোটের বাজার গরম করে জনজাতিদের কাছে নতুন আশার আলো দেখিয়ে এডিসি দখল করেছে মথা। এডিসি ভোটের পর এবার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি যে ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে সেটি হল কনস্টিটিউশন সলিউশন অর্থাৎ সাংবিধানিক সমাধান। জনজাতিদের অধিকার রক্ষার জন্য এই সংগ্রাম তিনি চালিয়ে যাবেন যতদিন না তার সমাধান হয়। ভোটের আগে তার সোজা সাপটা কথা ছিল এই সাংবিধানিক সমাধান যারা লিখিতভাবে তাকে দেবেন মথা সেই দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে পিছু পা হবে না। বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস সবার কাছেই এই বার্তা দিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত কি হলো তা সবার জানা। এরপরে আনলেন সাংবিধানিক সমাধান বের করার জন্য কেন্দ্র সরকারের সম্মতি পেয়ে ইন্টারলোকেটর আসার বিষয়টি। একের পর এক দিন তারিখ ঘোষণা করে গেলেও ইন্টারলোকেটর আর আসছেন না। ইন্টারলোকেটর নিয়ে এবার শেষবারের মতো উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করবেন এই আশা নিয়ে বিদেশ থেকে ছুটে এলেন রাজ্যে। কিন্তু তাও ভালো। আবার ডুব দিলেন জলের নিচে। এখন তিনি কোথায়? এ প্রশ্ন তার নেতাকর্মীদের মধ্যে। তবে মাঝেমধ্যে টুইট করে জানান দিচ্ছেন তিনি রয়েছেন। এবার নতুন করে জনজাতিদের ভাষা সমস্যার সমাধান আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিলেন। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, কনস্টিটিউশন সলিউশন, ইন্টারলোকেটর এগুলি এখন রাজ অন্দরমহলে। নতুন করে এসেছে ককবরক ও কাউ ব্রু এর জন্য পৃথক স্ক্রিপ্ট রচনা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছে ঘূর্ণিঝড় মোকার মতোই প্রতিনিয়ত গতি পরিবর্তন করছেন বুবাগ্রা। এইভাবে গতি পরিবর্তন করে আদতে কি কর্মী সমর্থকদের ধরে রাখতে পারবেন এ নিয়ে উঠছে হাজারো প্রশ্ন। শুধু তাই নয় জনজাতিদের স্বার্থে কতদিন এইভাবে ছলচাতুরি করে কাটিয়ে দেবেন তা নিয়েও সমালোচনার ঝড় বইছে দলের অন্দরমহলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এর পেছনে গভীর খেলা চলছে। এই খেলায় একেবারেই যে ধুলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে বছর দুয়েক আগে গজিয়ে ওঠা এই আঞ্চলিক দলটি তার সময়ই বলবে। কারণ তাকে নিয়েই এখন রাজনৈতিক খেলা চালিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্বরা। সামনে নির্বাচন। তিনি এর ফিডব্যাক পেয়ে যাতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বাড়ছে ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা জানায় জলের সমস্যা, এই সমস্যা দুই থেকে আড়াই বছর সবচেয়ে বেশী দেখা দিছে। তার পূর্বে এমন সমস্যা হয়নি। তিনি জানান গ্রামে জলের ফাইপ বহু পুরানো কিন্তু এখন শুধু যাদের টাকা আছে তাদের বাড়ীতে জলের জন্য ব্যাবস্থা করছে সরকার আর গরীব মানুষ ভাতও পায়না। এখন জল না খাইয়া মরনের সময় হইছে।

দেবলক্ষি আরো জানান অঙ্গনোয়াড়ি কেন্দ্রের জলের পাইপ আছে। জল সব সময় পরেনা। কারেন্ট থাকলে একটু একটু করে জল পরে কারেন্ট না থাকলে জল বন্ধ। বাধ্য হয়ে বটুয়া বাড়ীর নীচের ছড়ার জল আনেত হয়। প্রায়ই কারেন্ট থাকেনা, মোহিনী নগরে অনেক সময় জল না খাইয়াও দিন কাটাতে হয় বটুয়া বাড়ীর গরীব মানুষদের ,পঞ্চায়েত, বি ডি ও, বিজেপি দলের নেতা , মথার নেতা সবাই জানে সবাইকে জলের ব্যাবস্থা করার জন্য বহুবার বলার পরেও কোন কাজ হয়নি ,এখন জল না খাইয়া মানুষ মরে যাক এটাই মনে হয় নেতা ও অফিসাররা চাইতাছে, তিনি জানান দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের ব্যাবস্থা করতে সরকারের কাছে দাবি জানান দেবলক্ষি ত্রিপুরা সহ এলাকার জনগন।

ডেঙ্গু আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

চিকুনগুনিয়া এবং ২৫ জনের মধ্যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস এর জীবানু পাওয়া যায়। ২০২২ সালে ৫৬ জনের শরীরে ডেঙ্গু, ১৭ জনের শরীরে চিকুনগুনিয়া এবং ১৪ জনের মধ্যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস এর জীবানু পাওয়া যায়।

২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২০ জনের মধ্যে ডেঙ্গু এবং ১ জনের শরীরে চিকুনগুনিয়া ধরা পড়ে। এর মধ্যে কোন মৃত্য নেই। কর্মশালায় ডেঙ্গর উপসর্গ এবং এর ক্ষতিকারক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় আগরতলা পুরনিগম, বিভিন্ন পুর সংস্থা, নগরপঞ্চায়েত এবং ত্রিস্তর প'ায়েত সহ বিভিন্ন দপ্তরকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারা নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্যে ডেঙ্গু তথা মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কর্মশালায় আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকার সচেষ্ট। ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে। কর্মশালায় পশ্চিম ত্রিপুরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস বলেন, ডেঙ্গু রোগে পৃথিবীতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় দুই হাজার লোকের মৃত্য হয়। ভারতবর্ষে দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর সহ বিভিন্ন শহরে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দাস বাড়ির আশেপাশে যেখানে মশার জন্ম হয় সেসমস্ত স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিতরণের সূচনা

● প্রথম পাতার পর

সেতু চালু হলে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ব্যবসা, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুফল ভোগ করবে। সমস্ত দিক দিয়েই ত্রিপুরা সেরা অবস্থানে রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ১৩৭টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে চাল, চিনি এবং কেরোসিন সরবরাহের প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান সরকার রেশন দোকানের মাধ্যমে আরও প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। সেই অনুযায়ী এখন থেকে ন্যায্য মূলের দোকানে মশলা বিতরণ করা হবে। আগামী দিনে সরকার শীঘ্রই বছরে চারবার এক লিটার সরিষার তেল বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, ভোক্তাদের জন্য স্মার্ট কার্ড বিতরণ, রেশন দোকানের ডিলারদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, রেশন দোকানের সাহায্যকারীদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে।

করতে চাপ

● প্রথম পাতার পর

খোঁজাখুঁজির পর বিলোনিয়া থানাতে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় , নিখোঁজ ডায়েরি করার ছয় দিন পর বিলোনিয়া সিএমও অফিস সংলগ্ন অর্থাৎ মৃতার বাড়ি থেকে মাত্র ১০০মিটার দূরবর্তী জঙ্গল থেকে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল সবিতা দেবনাথের ,সেই ঘটনায় পুলিশ দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছিলো একই এলাকার চম্পা দাস ও শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ কে , বিলোনিয়া মহিলা থানার মামলা নম্বর ২৯/২০২২।

দুই অভিযুক্ত গ্রেফতারের প্রায় দুই মাস পর জেল থেকে জামিনে ছাড়া পায় ,বর্তমানে সে মামলায় শুরু হয়েছে নতুন করে চাপের খেলা অর্থাৎ অভিযুক্তরা সবিতা দেবনাথের পরিবারের সদস্যদের বারবার চাপ দিচ্ছে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য এমনই অভিযোগ সবিতা দেবনাথ এর পরিবারের সদস্যদের। শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ স্থানীয় শাসক বিজেপি দলের সমর্থক । খুন কান্ডে অভিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ মামলা তুলে নেওয়ার চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠতেই, মৃতাঃ সবিতা দেবনাথের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষ স্মরণে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক উৎসব

আগরতলা, ১৬ মে।। নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গত ১৫ মে ২০২৩ ইং, সোমবার বিশালগড়ে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষ স্মরণে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক উৎসব উদযাপন করা হয়। নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ,বিশালগড় ও সোনামুড়া শাখার যৌথ উদ্যোগে হয় এ অনুষ্ঠান।বিকেল চারটায় নারাউড়াসিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমের সামনে থেকে শুরু হয় নগর সংকীর্তন সহ বণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বিশালগড়,আগরতলা ছাড়াও সোনামুড়া থেকে আগত ভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশ নেয় বিশালগড় আঞ্চলিক অখন্ড সংগঠনের ভক্তগণ। বিশালগড় শহর এলাকার নানা পথ পরিক্রমা করে শোভাযাত্রার শেষ হয় সূর্য কিরণ বিয়েবাড়িতে। এখানে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। স্বাগত ভাষণে উৎসব কমিটির আহ্বায়ক মিঠুন রায় বলেন,করোণা মহামারীর কারণে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষ উৎসব ২০২০-২০২১ সালে করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। প্রভু বন্ধুসুন্দরের লীলা অনন্তানন্তময়। তার শাশ্বত জীবন শৈলী আমাদের কাছে অনুকরণীয়।তার কৃপায় বহু পতিত জন উদ্বার হয়েছে।তার প্রবতিত মহানাম কীর্তন এখন বিদেশের মাটিতে ও প্রচার হচ্ছে। সভার উদ্বোধন করে আগরতলা বনমালীপুরসিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন, প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এসেছেন সমাজে জমে থাকা কুসংস্কারকে ভেঙে দিতে। মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ প্রাচীর তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছেন। হরিনাম নামের মধ্যে দিয়ে তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছেন।জাত পাতের দৈন্যতা নির্মূল করতে আন্তরিক ছিলেন।প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে স্বয় ভগবান,এই মর্মে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, সংযম,ত্যাগ ও তিতিক্ষা ধর্মের অন্যতম সোপান। ধর্ম মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত প্রভাব ফেলছে।প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বার বার জোর দিয়েছেন মানব ধর্মের উপর। বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার কথা। তিনি উদ্যোক্তাদের রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, মোহন্ত সদানন্দ দাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ, নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, আগরতলার সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়,প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ ভৌমিক। অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন সুধীর রঞ্জন ভৌমিক, মীনাক্ষী দাস, কণিকা ভৌমিক। সবশেষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তুমুল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! প্রাকৃতিক দুর্যোগের জের মানকরে অধিবেশন মঞ্চেই উঠলেন না অভিষেক

দুর্গাপুর, ১৬ মে (হি. স.) বুথ সভাপতি থেকে অঞ্চল সভাপতি। উধাও ঘোষিত নামের তালিকা। প্রার্থী পদে গরমিলের অভিযোগ। আর তাই নিয়ে নব জোয়ার ঢোকার আগেই তুমুল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হল তৃণমূল কংগ্রেসের। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে উত্তাল হয়ে উঠল অধিবেশনস্থলের বাইরে। আবার আউশগ্রামের বিধায়কের প্যাড নকল করারও অভিযোগ ওঠে। সব মিলিয়ে অনেকে ভোটাভুটিতে বুথ মুখোই হলেন না বহু তৃণমূল কর্মী। তার ওপর ঝড়বৃষ্টির জেরে কর্মীরা পৌঁছাতে না পারায় অধিবেশনস্থলের চেয়ার কার্যত ফাঁকা পড়ে রইল। নব জোয়ারে এসেও মঞ্চেই উঠলেন না তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এমনই ঘটনাটি ঘটেছে মানকরে তৃণমূলের নব জোয়ার অধিবেশনে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুষ্ঠভাবে ভোট দিয়ে কর্মীরা বাড়ী ফিরতে যাতে সমস্যা না হয়, সে কারনে মঞ্চে উঠলেন না বলে সাফাই দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, দরজায় কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র সহ নানান দিকে আষ্টেপিষ্টে দুর্নীতিতে জড়িয়ে তৃণমূল। তার ওপর কয়লা, গরু পাচারে বিদ্ধ শাসকদলের একাধিক নেতা। আর ওই ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে গেরুয়া শিবির। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতিকে ইস্যু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বামশিবির। তারওপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। দলীয় কর্মসূচীতে বারংবার প্রকাশ্যে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত রাখতে আসরে নেমেছে তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলে সেকেন্ড ইনকমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে জেলায় জেলায় নব জোয়ার কর্মসূচী শুরু হয়েছে। বাতানুকুল বিশেষ গাড়ীতে চলছে তাঁর জেলা সফর। জেলা সফরের মধ্যেই কোথায় জনসভা, কোথায় শোভাযাত্রা আবার কোথায় অধিবেশন করছেন। তার সঙ্গে এলাকায় নিশিযাপনও করছেন। আর এই কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমুর্তির প্রার্থী বাছাই কাজ চলছে। তার জন্য শিবির করে দলীয় প্রার্থী নির্বাচন চলছে। সোমাবার বুদবুদের মানকরে ছিল নব জোয়ারের অধিবেশন। মানকর ফুটবল ময়দানে বিশেষ শিবিরে ছিল প্রার্থী নির্বাচনের ভোটাভুটি। এদিন গলসী-১ ও ২নং ব্লক, আউশগ্রাম ১ ও ২ নং ব্লক, মঙ্গলকোট, ভাতার ব্লকের ভোটাভুটি ছিল। ভোটাভুটির আগে চরম গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে তৃণমূলের। গলসী -১ নং ব্লকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্দন চটোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের দ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে চলে আসে। এদিন বিকাল নাগাদ দলের ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়। ভোটাভুটির শুরুতেই অভিযোগ ওঠে, প্রার্থীপদে সব ব্লক সভাপতি অনুগামীদের নাম। ঠাঁই পায়নি অপর গোষ্ঠীর অনুগামীদের প্রার্থী। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীদের একাংশ। শুধু তাই নয়। সন্ধ্যা নাগাদ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। একটা সময় উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। মারপিট হওয়ার পর্যায়ে চলে আসে। তবে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মানকর পঞ্চায়েতের ১ নং গ্রাম সাংসদের সদস্য রাজীব খান। নবজোয়ার কর্মসূচীকে সফল করতে গত ৩ দিন ধরে ময়দানে নেমে কাজ করে চলেছে। একরাশ ক্ষোভ উগরে জানান,' গত লোকসভা, বিধানসভার নিরিখে আমার সাংসদে দলকে বিপুল ভোটে লিড দিয়েছি। বিধানসভা নির্বাচনে যারা মসজিদে বিজেপির পতাকা বাঁধতে এসেছিল, তাদের করজোড়ে পতাকা বাঁধতে নিষেধ করেছিলাম। আজ ওই সব বিজেপির পতাকা ধারীরা দলের ভোটে অংশগ্রহনে অধিকার পেয়েছে। আমাদের ভেতরে ঢোকার কোন গুরুত্ব পেলাম না। এর থেকে লজ্জার কিছু নেই।' শুধু তাই নয়। আউশগ্রাম-২ ব্লকে বিধায়কের ভোটের প্যাড জালের অভিযোগ ওঠে। তার জেরে ভোটাভুটিতে অংশ না নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যদিও, সে বিষয়ে আউশগ্রামের বিধায়ক খোলসা করে না বললেও, তিনি সাফাই দিয়ে বলেন,' অভ্যন্তরীন ব্যাপার। যা কিছু ঘটনা ঘটেছে দলকে জানিয়েছি।' তবে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে না ওঠায়, আগত কর্মীরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। অশোক ভট্টাচার্য্য গলসী-১ নং ব্লকের চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের প্রধান। তিনি বলেন,' দলের যুবরাজ কর্মীদের কি বার্তা দেয়। আশাই ছিলাম, ওনার বার্তা গ্রামে ফিরে দলীয় কর্মীদের শোনাবো। সেটা শোনার জন্য এসেছিলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে মঞ্চে উঠলেন না। কিছুটা হতাশ হলাম।' যদিও, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন,' দলে অনেক অবর্জনা এসেছে। এসব নজরে পড়ছে। নেতৃত্ব অভিমব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গনতন্ত্রকে আরও বেশী শক্তিশালি করার জন্য, সাধারন মানুষ, বুথস্তরের কর্মীর মতামত নিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হচ্ছে।' আউশগ্রামের প্যাড নকল প্রসঙ্গে বলেন,' এধরনের অন্যায় হয়ে থাকলে, আবারও নতুন করে ভোট হবে। এরকম অভিযোগের তদন্ত বর্ষিয়ান নেতাকে দিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে নেতৃত্ব।' অভিষেকের মঞ্চে না ওঠা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' বৃষ্টিতে বহু কর্মী ভিজে গেছে। ভেজা জামা কাপড়ে ছিলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন কর্মীরা। তাই কর্মীদের কথা চিন্তাভাবনা করে আর মঞ্চে আসেননি।'

আমেরিকা হয়তো চায় না, আমার কাজ অব্যাহত থাকুক: শেখ হাসিনা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৬ মে (হি.স.) : আমেরিকা হয়তো তাঁকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না বলেই বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দাবি করেছেন, বাংলাদেশে গত ১৪ বছর ধরে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকায় দেশে অসাধারণ উন্নয়ন হয়েছে।শেখ হাসিনা তাঁর সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড সফরের এক সংবাদ সংস্থাকে একান্ত সাক্ষাৎকার সময় দিয়েছেন। ওই সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্রের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করা হয়, সেটি নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, 'গত ১৪ বছর ধরেই শুধুমাত্র দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। তাই আমরা উন্নতি করতে পারছি।'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বাংলাদেশের একটি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন?এ প্রশ্নে শেখ হাসিনা বলেন, 'যে বাহিনীর ওপর তারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, সেটা তাদের পরামর্শেই ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের সকল প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছিল। যেভাবে তারা বাহিনীটাকে তৈরি করেছে, তারা তো সেভাবেই কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে কেন তারা এই নিষেধাজ্ঞা দিল? এটা আমার কাছেও বিরাট এক প্রশ্ন।'এবিষয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, হয়তো তারা আমার কাজ অব্যাহত থাকুক তা চায় না, আমি বাংলাদেশের জন্য যেসব উন্নতি করেছি, সেটা তারা হয়তো গ্রহণ করতে পারছে না। এটা আমার অনুভূতি। একটা পর্যায়ে সন্ত্রাস সব দেশের জন্য সমস্যা হয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে আমরা সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করেছি। এরপর মাত্র একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করছে। রায়বেরেলি এবং আমেঠির মানুষ বছরের পর বছর ধরে দাবি করে আসছিল যে তাদের জায়গায় সেরা চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া উচিত। বহু বছর পর মানুষের দাবি পূরণ হয়েছে। এর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে এই ঘটনায় আরো একাধিক ব্যক্তির নাম পেয়েছে। তদন্তক্রমে পুলিশ অভিযুক্তদের জালে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদে

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন হবে একই সাথে দেশেরও উন্নয়ন হবে। সেই দিশায় সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখা চেষ্টা করা হবে।

চন্দ্রপুরে

● প্রথম পাতার পর

করণ দেববর্মা, সুব্রত দাস এবং বাপী শর্মা। তারা চাম্পামুড়া , আড়ালিয়া, চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

AFFIDAVIT

I, Jahangir Alam S/o Safu Miah of Vill. Boxanagar, PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala, Tripura, aged about 42yrs., by Caste-Muslim, by profession-Self employed, a citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follows:-
That my father's name is Safu Miah which is recorded in some papers.
This is true to my knowledge
That my father's name also recorded as Safo Miah in my Passport. vide No. E7280913
This is true to my knowledge
That I am swearing this affidavit to prove that Safu Miah, Safo Miah are the same person who is my father.
In acknowledgement whereof I put my signature/ RTI/LTI on this 15th day of May, 2023 A/D at Sonamura Court premises.
Deponent is identified by me.

Sd/-
Jahangir Alam

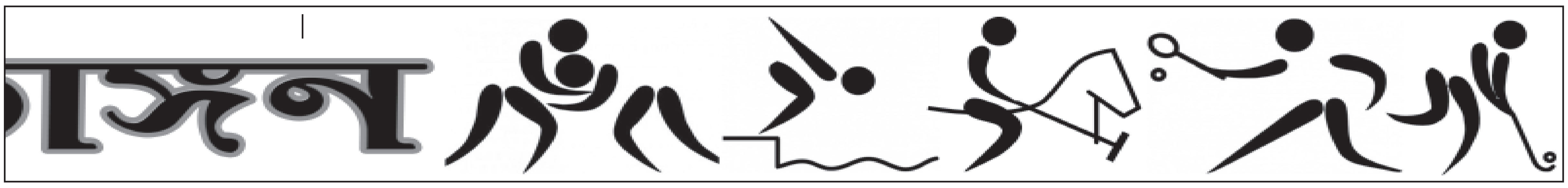

জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলেও সাফল্য অধরা ইউনাইটেড বিএসটি-র

মৌচাক-১৪৫/১০(৪৫.৩) ইউবিএসটি-১৪৮/৮(৩৭.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।।জয় দিয়ে আসর শেষ করলো ইউ বি এস টি। পেলো আসরের তৃতীয় জয়। সৌরভ সিং এর কাঁধে ভর দিয়ে। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলেও এবারের মতো সাফল্য অধরা ইউনাইটেড বিএসটি-র। প্রথমে বল হাতে ৪ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে মোক্ষম সময়ে ৩৮ রান করে দলকে জয় এনে দেন সৌরভ। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় সৌরভকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউ বি এস টি জয়লাভ করে ২ উইকেটে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সৌরভ সিং এর দুরন্ত বোলিংয়ে মৌচাক ১৪৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রীতম দাস ৯১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,করণ দে ৩০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯,দীপ্তনু চক্রবর্তী ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯,অংশুল পান্ডে ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, রোহন বিশ্বাস ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং শশীকান্ত বীন ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন।

ইউ বি এস টি-র পক্ষে সৌরভ সিং (৪/২৪), রাজা নিগম (২/১৫) এবং অর্কজিৎ রায় (২/২০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইউ বি এস টি ৩৭.২ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সৌরভ সিং ৪৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, অরূপ সিনহা রায় ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,ধৃতিমান নন্দী ৬০ বল খেলে২ ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, দলনায়ক মনোজিৎ দাস ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং রাজা নিগম ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। মৌচাকের পক্ষে অংশুল পান্ডে (২/২৪) এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী (২/২৮) সফল বোলার।

দুর্লভের ৬ উইকেট, ভাইটাল ম্যাচে চলমানকে হারিয়ে ওপিসি জয়ী

ও পি সি-২১০/১০(৩৯.৫) চলমান-১২৭/১০(৩৪.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হেরে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লো চলমান সঙ্ঘ। খেতাবের দৌড় থেকে। ও পি সি-র বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর। মঙ্গলবার ও পি সি জয়লাভ করলো ৮৩ রানে। আসরে তৃতীয় জয় পেলো ও পি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ও পি সি-র গড়া ২১০ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ ১২৭ রান করতে সক্ষম হয়। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৯ রান করার পর বল হাতে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পায় বিজয়ী দলের দুর্লব রায়। সকালে টসে জয়লাভ করে চলমান সঙ্ঘের অধিনায়ক প্রথমে ও পি সি কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। চলমানের বোলাররা শুরুটা ভালো করলেও ও পি সি-র মিডল অর্ডারের দুই ব্যাটসম্যান দুর্লব রায় এবং বৈভব মালি ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। দুজনই ঝড়ো ব্যাট করে দলকে ২০০ রানের গন্ডি পার করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন। ও পি সি ৩৯.৫ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে। দলের পক্ষে বৈভব মালি ৫৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২, দুর্লব রায় ৫৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯, নবারুণ চক্রবর্তী ৪২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, সাহিল সুলতান ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং রাহুল চন্দ্র সাহা ১১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ (৫/৩২) এবং কৃষ্ণধন নম: (৪/৫১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় চলমান সঙ্ঘ ৩৪.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে লক্ষ্মণ পাল ৩৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, আরমান হুসেন ৪৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, অমিত দাস ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং কৃষ্ণধন নম: ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। ও পি সি-র পক্ষে দুর্লব রায় (৬/২৬) এবং বৈভব মালি (৩/৩৬) সফল বোলার।

সন্তোষ স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে হার্ভেকে সহজে হারিয়ে সাফল্যের লক্ষ্যে বিসিসি

হার্ভে- ১২৯/১০(৩৬.৩) বি সি সি-১৩০/৪(২৪.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।।খালি হাতেই মরশুম শেষ করলো হার্ভে ক্লাব। ৭ ম্যাচ খেলে সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে শেষের দিকের প্রথম স্থানে রইলো হার্ভে। অপরদিকে ৫ ম্যাচ খেলে ৪ টিতে জয় পেয়ে তৃতীয় শীর্ষে রইলো দীপক ভাটনাগরের দল বি সি সি। পয়েন্ট তালিকায় পোলস্টার ও ব্লাডমাউথের সঙ্গে সমসংখ্যক ১৬ পয়েন্ট পেলেও রান রেট- এর নিরিখে বিসিসি এই মুহূর্তে তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বি সি সি ৬ উইকেটে পরাজিত করে হার্ভে ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে হার্ভে-র গড়া ১২৯ রানের জবাবে বি সি সি ২৪.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সাগর শর্মা ৬৫ রান করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে বি সি সি-র অধিনায়ক হার্ভে-কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরু থেকেই হার্ভে-র ইনিংস ছিলো নড়বড়ে। একসময় ৪০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে দল ছিলো খাদের কিনারায়। ওই অবস্থায় বিজয় বিশ্বাস এবং আকাশ কুমাপর সিং কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং দলকে ১০০ রানের গন্ডি পার করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন। হার্ভে ৩৬.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আকাশ ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, বিজয় বিশ্বাস ৫৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং প্রভাত যাদব ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে অনুজ পাল (৪/২১) এবং রাজদ্বীপ দত্ত (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বি সি সি ২৪.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে সাগর শর্মা ৪৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫ (অপ:), বাবুল দে ৫২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ এবং শচীন শর্মা ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। হার্ভে-র পক্ষে প্রভাত যাদব (২/৩২) সফল বোলার।

মেমো নং ২৫(১)/বিডিও/এ.এম.পি./পি.এম.এ.ওয়াই (জি) /২০২৩/ Date: / /2023

//বিজ্ঞপ্তি//

এতদ্বারা অমরপুর ব্লকের অধীনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সকল জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত 4 জন বেনিফিসারীর নাম প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনা (Kutcha House Survey-2011) অপ্রাধিকার তালিকা থেকে গ্রাম সভার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৪ (চার) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে PMAY-G সেকশনে অথবা ব্লক আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি কোন বেনিফিসারী উক্ত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে গ্রাম সভার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

List of beneficiaries for deletion from the Additional SECC list 2011 under Amarpur R.D Block

Sl. NO	Name of GP/VC	Beneficiary Name	Father's/Husband Name	If not reason
1	Thakcherra [Rajkang]	HARIDAS MUNDA [TR1211182]	BISHU MUNDA [BASANTI MUNDA]	Beneficiary not-traceable
2	Thakcherra [Rajkang]	JAGADISH BHOWMIK [TR1256666]	ANAT BANDHU BHOWMIK [PARUL BHOWMIK]	Beneficiary not-traceable
3	Thakcherra [Rajkang]	MALATI DAS [TR1322400]	MAHENDRA KUMAR DAS [SHISHU BALA DAS]	Beneficiary not-traceable
4	Rangkang [Rajkang]	SIPAI RAM REANG [TR1300945]	PANJI RAY REANG [TANU RUNG RAENG]	Beneficiary not-traceable

ICA/D-223/23

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24 Dated- 12-05-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate . Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 1.30 P.M. on 26-05-2023 for the following work: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No:15/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2023-24.	Rs. 24,25,844.79	Rs.48,517.00	90 Days	Up to 1:30 P.M. on 12-04-2023.	At 2:00 P.M. on 12-04-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:16/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2023-24.	Rs. 24,25,674.26	Rs.48,513.00	90 Days				
3	DNIeT No:17/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2023-24.	Rs. 24,21,258.10	Rs.48,425.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-536/23

Executiv Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

Notice Inviting e - tender
PNic-T- 7/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/ 743 dt.12/05/2023

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two~bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES /CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 25/05/2023 for 3(three) nos work. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 19.05.2023 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C-531/23

(Er. Dibakar Shil)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala
District, Tripura

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

According to the letter Expiry of Validity of Rates of CIB vide No.F..3(7)-EE/RDAD/2023- 24/ TENDER/CIB/ 1440 DT-10/5/2023 received from Executive Engineer R.D.AD,Gurkhabasti Lefunga R.D.Block a Notice inviting expression of interest is invited from resourceful local measons towards undertaking construction of Citizen Information Board(CIB) at the location of MGNREGA works in ADC Villages under Lefunga R.D.Block. ADC Villages under Lefugna R.D.Block segregated as 8 nos Zone, Details are mentioned as under:

Sl NO.	Zone	Name of V.C	Remarks
1	Zone-I	Abhicharan ADC Village	Interested Masons must mention name of any one Zone for Smooth conduct of MGNREGA works.
2	Zone-II	Birmohan ADC Village	
		Uttar Debendra Nagar ADC Village	
3	Zone-III	Uttar Bodhjungnagar ADC Village	
4	Zone-IV	Rajghat ADC Village	
5	Zone-V	Gamchakobra ADC Village	
6	Zone-VI	Bodhjungnagar ADC Village	
7	Zone-VII	Bhagaban Chow. Para ADC Village	
8	Zone-VIII	Sambhurampara ADC Village	
		Sipaiapara ADC Village	

As per instruction of R.D Dept. CIB is to be compulsory constructed before undertaking first Geo - Tagging of the Project Work. The MGNREGA Citizen Information Board(CIB) is to be constructed as per estimate provided by R.D.Dept. Vide No.F.3(3)RD/2021-22/TENDER/CIB/ LFG/2610 DT-26-10-2021. As per estimate the said Citizen Information Board(CIB) for Individual & household work under MGNREGA is to be constructed for an amount of Rs.2500/- . Interested local masons are requested to submit their application within 10(Ten) days from the date of issuing of this Notice.

The application is to be supported by:-

1. Copy to AADHAAR Card .2 Copy to Bank pass book 3.Copy to EPIC 4, Given Mobile Number 5. Copy to Pan card 6. GST registration No. 7.Passport Size Photo (1 No Copy)

Terms and Conditions:-

1. For CIB (Individual works) the measurement is 0.6m x 0.9m (2'x 3)/along with Tringular Shap of 110mm with 20°slop '/3mm hard drawn steel wire febric 75mm x 25mm supported with precust 2 nos R.C.C Vertical post 100mm x 100mm x 1800mm
2. For CIB (Community works) the measurement is 0.6m x 0.9m (2'x 3))/along with Tringular Shap of 160mm with 20 slop embedded with 3mm hard drawn steel wire febric 75mm x 25mm supported with precust 2 nos R.C.C Vertical post 100mm x 100mm x 2100mm
3. Works should be completed within 7 days.
4. Synthetic colour Back ground yellow and border & CIB text colour for Individual work shall be Black & Public work colour shall be Blue.
5. Standard quality material should be used & the quantity of material as specified in the estimate. Incase of any inferior material is used then payment will not be done.
6. Application should not mention more than 1 on zone.
7. The undersigned is resereved the rights of cancellation the process at anytime without assigning any reason.
8. Bill should be make on approved project T.S .

ICA/C-528/23

Programme Officer(BDO)
Lefunga R.D.Block

সোনামুড়ায় বালিকাদের স্কুল ফুটবল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সেমিফাইনালে পৌঁছলো। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে খোয়াই জেলা দলকে পাঁচ- শুন্য গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বিজয়ী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে বিনাতা সিংহ একাই হ্যাটট্রিকসহ চারটি গোল করে। অপর গোলটি হয় লাতোলি জমাতিয়ার পা থেকে। স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগ্যে পরিচালিত রাজ্য ভিত্তিক অনুর্ধ ১৪ বালিকা ফুটবলের টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। সোনামুরা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের মাঠে সোমবার বিকেলে উদ্বোধনী ম্যাচে খোয়াই দল ২-০ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করলেও আজ দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে মোট নয়টি দল অংশগ্রহন করেছে। এর মধ্যে আটটি জেলা থেকে আটটি এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের একটি দল খেলছে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে সকাল সাড়ে ছয়টায় প্রথম সেমিফাইনাল এবং সকাল সাড়ে আটটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচে বিজয়ী দুই দল বিকেল তিনটায় ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

রাজ্য স্কুল জিমন্যাস্টিক্স সম্পন্ন শ্রীপর্ণা, সঞ্চিতা, গৌরব বৃথিকা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। রাজ্য স্তরীয় জিমন্যাস্টিক্স স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আজ শেষ হয়েছে। এনএসআরসিসি-র জিমন্যাস্টিক্স ইনডোর হলে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিনের মতো আজ শেষ দিনেও অনেকগুলো ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হয়েছে। অনূর্ধ১৪ বালিকা বিভাগে ফ্লোর এক্সারসাইজে শ্রীপর্ণা দেবনাথ, আক্সা দেব ও আরাধ্যা দেব; ব্যালেন্স ভীমে শ্রীপর্ণা দেবনাথ, শ্রেয়াংশী রায় ও দোয়েল আচার্য। আন ইভেন বার-এ শ্রীপর্ণা দেবনাথ, তৃষা বর্মন ও মৌনালি কর; ভোল্টিং টেবিলে শ্রীপর্ণা দেবনাথ, মৌনালি কর ও দোয়েল আচার্য যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে। অল অ্যারাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীপর্ণা দেবনাথ প্রথম, দোয়েল আচার্য দ্বিতীয় এবং মৌনালী কর তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

Short Notice Inviting Quotation

Short Notice Inviting Quotation In sealed cover are here by Invited by SDMO, Gonda Twisa for hiring of one EECO vehicle for the RBSK Mobile Health Team, Gonda Twisa SDH, Dhalai Tripura. The Last Date of submitting the quotation Is 24/5/ 2023 upto 1PM
The Details of the Short Notice Inviting Quotation can be collected from Office of the Gonda Twisa SDH, Dhalai Tripura

ICA/C-540/23

Sub Divisional Madical Officer
Gonda TwisaSDH, Dhalai District,
Tripura

GOVERNMRI¥T OF TRIPURA
INTERNAL ELECTRIBCATION DIVISION, PWD,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/09/2023-24
dated 16/05/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:~

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/15/2023-24	₹ 1,511,709.00	₹ 30,234.00	45 (forty five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 31/05/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 31/05/2023, if possible. For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: //tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-542/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala,
West Tripura

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি?
উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয়?
উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.
Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।
https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায়?
উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/ property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায়?
উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কশিনার
আগরতলা পুর নিগম

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ মঙ্গলবার বিদ্যুৎ নিগমের কলসেন্টার পরিদর্শন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনজাতিদের আরও সচেতন করতে হবে। তবেই জনগণ এসব প্রকল্পের সুযোগ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে। আজ সচিবালয়ে ২ নং সভাকক্ষে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে খুবই আন্তরিক। রাজ্যের বর্তমান সরকারও জনজাতি এবং জনজাতি এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। সেই কর্মসূচিগুলিকে সাধারণ মানুষের গোচরে আনার জন্য প্রচারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যত বেশি সাধারণ মানুষ সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হবেন তত বেশী প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ণ হবে। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে আধিকারিকদের খোজঁ খবর রাখতে হবে। প্রত্যেকটি দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে, পাশাপাশি ক্ষেত্রপর্যায়ে গিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষন করার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এস প্রভু সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির উপর আলোকপাত করেন। তিনি জানান, জনজাতিদের শিক্ষার মান উন্নয়নে গত পাঁচ বছরে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বোর্ডিং হাউজ স্টাইপেড বৃদ্ধি করে প্রতি জনজাতি ছাত্রছাত্রী পিছু প্রতিদিন ৮০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৬৫টি অনুমোদিত জনজাতি হোস্টেলে ২৯ হাজার ৯৯১ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রি এবং পোস্টমেট্রিক স্কলারশীপ ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন আর্থিক সহায়তা, মেধা পুরস্কার, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৬২ জন ছাত্রছাত্রী উপক'ত হয়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন ফর এলিমেন্টারি ক্লাসেস- ২০২২ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারা রাজ্যের ৪০৪ টি সেন্টারের মাধ্যমে ৯ হাজার ৭৮৫ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে কোচিং দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫ হাজার ২৭ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি, অংক এবং বি'ান বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং দেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় দপ্তরের অধিকর্তা জানান, জনজাতি হোস্টেলগুলির আধুনিকিকরণ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে দপ্তর বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স ডিভাইস, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ইনভার্টার, পোর্টেবল সোলার ল্যাম্প, সেনিটারি প্যাড, জলের ফিল্টার, স্কুল ব্যাগ ইত্যাদি জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ৪৪ জন জনজাতি ছাত্রীকে শহিদ ভগৎ সিং হোস্টেলে সফটওয়ারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রকল্প নিয়ে প্রত্যেকটি জেলায় সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা আরও জানান, গত পাচঁ বছরে ক'ষি সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারি প্রকল্পে ৭ হাজার ২৫৭ জন জনজাতি সুবিধাভোগী উপক'ত হয়েছে। ১ হাজার ৩০৭ জন জনজাতি যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৩২টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র ক্লাস্টার রাজ্যে চালু রয়েছে। আরও ২৫টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র ক্লাস্টার ইতিমধ্যেই চালু করার অনুমোদন পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে ১২ হাজার ৫১৩ জন জনজাতি সুবিধাভোগী উপক'ত হয়েছে। অধিকর্তা জানান, পরিকাঠামো উন্নয়নেও দপ্তর উদ্যোগী রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৫টি জনজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়, ফটিকরায়ের আম্বেদকর মহাবিদ্যালয় এবং গণ্ডা তুইসার সরকারি মহাবিদ্যালয়ের জন্য নতুন তিনটি এসটি কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারা রাজ্যে এন এল এফ টি (এস ডি) প্যাকেজের অধিনে মার্কেট স্টল, হোস্টেল, উন্মুক্ত মার্কেট শেড, অ্যাডিশনাল ক্লাশরুম ইত্যাদি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে ৬টি একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল চালু রয়েছে। আরও ১১টি মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়াও অধিকর্তা দপ্তরের আগামী পাঁচ বছরের প্রস্তাবিত বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচলা করেন। পর্যালোচনা সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দিরকে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। আজ চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দিরকে আকর্ষণীয় করার বিষয় নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, উত্তর চাম্পামুড়া প'ায়েতের প্রধান অনিমা দাস, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, পর্যটন দপ্তরের বাস্তুকার উত্তম পাল, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তির'ন চাকমা, পুরাতন আগরতলা ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও সুজিত দাস, সমাজসেবী অমিত কুমার নন্দী।

সভায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দিরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দির এই রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির। প্রতি বছর এই চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দিরে সাতদিনব্যাপী খার্চি উৎসবে দেশ বিদেশের বহু পর্যটক এখানে আসেন। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, এই মন্দিরকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সভায় নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধি মন্দিরের কোথায় কি হবে তা তুলে ধরেন। সভা শেষে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও অন্যান্য আধিকারিকগণ মন্দির চত্বরটি ঘুরে দেখেন এবং মন্দিরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ পর্যালোচনা করেন।

পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। রাজ্য পুলিশে পাঁচটি থানার ওসি সহ বদলি হয়েছেন ৩০ জন। তার মধ্যে ১০ জন ইন্সপেক্টর , ছয়জন সাব ইন্সপেক্টর, একজন এ এস আই, দুজন করণিক এবং ১১ জন কনস্টেবল রয়েছেন। মেলাঘর থানার ওসি হচ্ছেন দেবাশিস সাহা, ধুমাছড়া থানার ওসি রাজু ভৌমিক , যাত্রাপুর থানার ওসি শক্তি সাধন জমাতিয়া, কচুছড়া থানার ওসি বিশ্বজিত দাস এবং সালেমা থানার ওসি হচ্ছেন বিশ্বজিৎ দাস। আজ পুলিশ সদর দফতর থেকে এআইজি শাশ্বত কুমার বদলির তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন।

পুর নিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র স্বপার্ষদ সোমবার ২৫ নং ওয়ার্ড এর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্কে অবগত হয়ে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সোমবার নিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন কালে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত হন। ২৫ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত জলাশয়টি রিদর্শনকালে মেয়র জানান এই জলাশয়টি এর সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে। এখানে যাতে কেউ মাটি ভরাট করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুর নিগম। তিনি বলেন এলাকার এ জলাশয় টি সংরক্ষণ করে এলাকার মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা সহ এলাকায় একটি পার্ক গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি থাকবে একটি ওপেন জিম। তিনি বিগত ২৫ বছর আগরতলা পুরো নিগম ও তৎকালীন পুর পরিষদের কাজ কর্মের তীব্র সমালোচনা করে বলেন তারা এলাকার উন্নয়নে তেমন কোন কাজ করেনি। বর্তমান সরকার এবং পুর নিগম উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে এলাকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন মেয়র। এদিন মেয়রের সফর সঙ্গীত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জোলাইবাড়িতে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ মে।। কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও বলেরুগাড়ীর সংঘর্ষে আহত এক। ঘটনার বিবরণে জানাযায় মঙ্গলবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০৮ ই ৪৯৭৮ নাম্বারের বাইক ও টি আর ০১ বি আই (টি সি) ০২৮৫ নাম্বারের বলেরু গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতেকরে বাইকচালক জাতীয় সড়কে ছিটকে পরেগিয়ে গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জোলাইবাড়ীর দমকলবাহিনীর কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েগেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনকদেখে আহত ব্যক্তিকে শান্তির বাজার জেলাহাসাপাতলে রেফার করে। আহতব্যক্তি বর্তমানে শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালের ট্রোমা কেয়ারসেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জোলাইবাড়ী থেকে আহত ব্যক্তিকে এমুলেন্সেকরে নিয়ে আসাহয়েছে। আহত ব্যক্তির সাথে কেউ নেই বলেজানান চিকিৎসক। তিনি জানান প্রাথমিকভাবে জানাযায় আহত ব্যক্তির নাম মনসজাই মগ। আহত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের খবর দেওয়াহয়েছে বলে জানান চিকিৎসক। বর্তমানে আহতব্যক্তির চিকিৎসা চলছে বলেজানান কর্তব্যরত চিকিৎসক।

খোয়াইয়ে জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। মঙ্গলবার সকালে খোয়াই নতুন টাউনহলে উদ্বোধন হয়ে গেল জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের। এদিন জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের সূচনা করেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

যুব উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মণ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষচন্দ্র সাহা, জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার, এসডিপিও রাজিব সূত্রধর, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা, খোয়াই এর মহকুমা শাসক বিজয় সিনহার সহ অন্যান্যরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা হল ছিল পূর্ন। এর পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি স্টল গুলি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা সহ উপস্থিত অতিথিরা। এছাড়াও হল প্রাঙ্গনে ভ্রাম্যমান কমন সার্ভিস সেন্টারের তিনটি মোবাইল ভ্যান তুলে দেন সাংসদ।

জোলাইবাড়িতে বনসচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ মে।। উত্তর জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠীত হয় বনচেতনা সভা। পরিবেশ রক্ষনার্থে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বনভূমি রক্ষা ও বৃক্ষরোপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ। কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের উদ্দ্যোগে বনভূমি রক্ষনার্থে উত্তর জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েত অফিস এলাকার লোকজনদের নিয়ে অনুষ্ঠীত করাহয় বনচেতনাসভা। এইসভার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বেশিকরে গাছ লাগানো এবং এই গাছগুলি কিভাবে রক্ষাকরাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। তার পাশাপাশি বনেথাকা বন্য জন্তু জানোয়ার ও পশুপাখিদের যাতেকরে কেউ অবৈধভাবে হত্যানাকরে তার দিকে লক্ষ্যরাখার জন্য বলাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ৫ টি চেকড্রাম জে এফ এম সি বেনিফিসারীদের মধ্যে বন্টনকরাহয়। দুইদিনের মধ্যে আরো ১৭ টি চেকড্রাম জে এফ এম সি বেনিফিসারীদের মধ্যে বন্টন করাহবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস চি চেয়ারম্যান অশোক মগ, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, বগাফা বনদপ্তরের আধিকারিক, কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার সহ অন্যান্যরা।

প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। আগরতলার মুক্তধারা মঞ্চে সোমবার ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের উদ্যোগে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক সচেতনতামূলক কর্মশালা সংগঠিত করা হয়। সরকার সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার এখনো অব্যাহত রয়েছে। এর মূল কারণ হলো এর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সঠিকভাবে সচেতনতা তৈরি করা যায়নি। সে কারণেই জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরো করেছে ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ড। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোমবার আগরতলার মুক্তধারা মঞ্চে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন বর্তমান সরকার পরিবেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরিবেশ রক্ষা গোটা বিশ্বের কাছেই এখন এক চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও এর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তেমনি দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন অর্থমন্ত্রী। মঙ্গলবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের উদ্যোগে এবং রাজ্য দূষণ, নিয়ন্ত্রন পর্ষদের সহায়তায় একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার কমানোর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সূচনা করেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের চেয়ারম্যান কে এস শেঠ, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের পরিচালন কমিটির সহ- সভাপতি ডাঃ দিলিপ দাস সহ অন্যান্যরা। একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। এটা পরিবেশ ও প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়। নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে। আগরতলা শহরে বর্ষা হলেই জল জমে যাচ্ছে। হাওড়া নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় পানীর জলের যোগান দেওয়া দুরহ হয়ে পড়েছে। আগামী দিনে তা আরো ভয়াবহ আকার ধারন করবে। সেই অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। সরকার হাওড়া নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে সকলকে। কাজ গুলিকে দীর্ঘ স্থায়ী করতে সকলের সহযোগিতা আবশ্যক। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

গোলাঘাটি হাই স্কুলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মে।। মঙ্গলবার গোলাঘাটি ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের পক্ষ থেকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।শ্রেণি ভিত্তিক মোট পাঁচটি বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ছাত্র ছাত্রীরা। প্রতিটি বিভাগের জন্য অঙ্কনের বিষয় নির্ধারিত ছিল। দশম শ্রেণির বিষয় ছিল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে প্রিয়া ঘোষ, সৌরভ শীল, তামান্না বেগম। নবম শ্রেণির বিষয় ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে নিলয় দেবনাথ, দিপঙ্কর দাস, ঈশিতা দে। অষ্টম শ্রেণির বিষয় ছিল পরিবেশ বাঁচাও। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে তিতাস দাস, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ঋষিতা শীল। সপ্তম শ্রেণীতে যে কোন মহাপুরুষ আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে উদয় ভাস্কর সিংহ। ষষ্ঠ শ্রেণির বিষয় ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রথম স্থান দখল করে জয়িকা শীল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কিরণ প্রভা দেববর্মা সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

আক্রান্ত পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মে।। পুলিশ কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় ঘোরতর অভিযোগ উঠল আপন কাকার বিরুদ্ধে।নিজ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আপন কাকার শত্রু হলেন পুলিশ কর্মী বিপ্লব শীল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুলিশ কনস্টেবল বিপ্লব শীল সোমবার রাতে ডিউটি সেরে সুতারমুড়ায় মেলায় গিয়েছিল। আসার পথেই রাঙ্গাপানিয়া চৌমুহনীতে বিশাল দেব্বর্মা নামের এক যুবক পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালায়। বিশালগড় থানার পুলিশ গিয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করে এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। বিপ্লব এই ঘটনার জন্য তার কাকাকেই দায়ী করলেন।কারন আট মাস আগে বিপ্লবের আপন কাকা মলিন শীলের ঘরে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছিল বিশালগড় থানার পুলিশ। মলিন ছয় মাস জেল খেটে এসে নিজের আপন ভাতিজাকেই সন্দেহ করে তার পেছনে লোক লাগিয়ে দেয়। পারিবারিক শত্রুতার জেরে বিপ্লবের উপর হামলা সংঘটিত হয় বলে জানান খোদ পুলিশ কনস্টেবল বিপ্লব শীল।

মধুপুর স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মে।। বাল্যবিবাহের চরম ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে এক সচেতনতামূলক আইনি শিবির মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা আইন সেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে আয়োজিত আইনি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা। আইনজীবী জীবন চন্দ্র দাস বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন সমাজকে বাল্য বিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে আইন রয়েছে। এরপরও বাল্য বিবাহের ঘটনা আজও ঘটছে। বাল্য বিবাহ আইনে পাত্র পাত্রীর বাবা মা অভিভাবক ঘটক পুরোহিত বা এ কাজে সহযোগিতা যারা করবে তাদের জেল জরিমানার আইনি বিধান রয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের তিনি বলেন পড়াশোনা করতে হবে। নিজেকে স্বনির্ভর করতে হবে। এর আগে পরিবারের পক্ষে বিয়ের আলোচনা হলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সরকার বর্তমানে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।বাল্য বিবাহের পেছনে না ছুটে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবক অভিভাবিকাদের আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উদয়পুরে দূর্ঘটনায় নিহত এক আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মে।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো এক ব্যক্তি।ঘটনা কাকড়াবন থানার অন্তর্গত উদয়পুর কাকড়াবন সড়কের জামজুড়ি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় আরো তিনজন আহত হয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। টি আর জিরো ত্রি কিউ জিরো সিক্স টু ওয়ান নাম্বারের মারুতী ওয়াগনার গাড়িটি অমরপুর চন্দ্রীবাড়ি এলাকার থেকে ফিরে আসছিলো। গাড়িটিতে তিনজন যাত্রী ছিলো। ড্রাইভার যখন গাড়ি নিয়ে উদয়পুর মহকুমা কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছায় তখন বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লড়ি,মারুতি ওয়াগনার গাড়িটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য উদ্যত হলে চালক উপায়ান্ত না পেয়ে একটি গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা মারে- এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান মানিক রাই নোয়াতিয়া(৫০)। গাড়ির অপর দুই আরোহী বিনয় দেববর্মা (৪৫) বিভিন্ন দেববর্মা (৩৪) চালক আবুল হোসেন আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে কাকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত সকলকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মানিক রাই নোয়াতিয়া(৫০) কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।

যে কোনও মূল্যে রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখা হবে ঃ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : মণিপুরে কুকি অধ্যুষিত এলাকার জন্য পৃথক স্বশাসিত প্রশাসনের দাবি সটান নস্যাৎ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং। চলতি মাসের শুরুতে সংগঠিত জাতিগত সংঘর্ষের ফলে রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা প্রভাবিত হবে না। বরং যে কোনও মূল্যে রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখা হবে, জোরের সঙ্গে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সাত বিজেপি সহ ১০ জন বিধায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে কুকি অধ্যুষিত এলাকার জন্য পৃথক সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবেন।' তাঁদের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেবল মণিপুর নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক স্বশাসিত প্রশাসনের প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবে সায় দেওয়া কোনওভাবে সম্ভব নয়। জোরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিজেপি সরকার রক্ষা করবে। এ নিয়ে কারোর মাথা ব্যথার কারণ নেই।প্রসঙ্গত, মণিপুরের চিন-কুকি-মিজো-জোমি গোষ্ঠীর দশজন উপজাতীয় বিধায়ক কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছেন যাতে মেইতেই এবং আদিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রতিক ভীষণ সংঘর্ষের পর তাদের অঞ্চলে 'পৃথক প্রশাসন' প্রদান করা হয়। এ সব বিষয় এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন।

এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সাসপেনশন অব অপারেশনস" চুক্তিতে যে সব জঙ্গি স্বাক্ষর করেছে, তারা তাদের বরাদ্দ শিবিরে যাতে ফিরে আসে তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সহিংসতায় কুকি জঙ্গিদের জড়িত থাকার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী সিং বলেন, 'সেনা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীরা "সাসপেনশন অব অপারেশনস"-এ চুক্তিবদ্ধ কুকি জঙ্গিদের ডেজিগনেটেড ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করছেন। ওই সব ক্যাম্পে কুকি জঙ্গিরা উপস্থিত আছে কি না তা পরীক্ষা করা হচ্ছে।.এ মাসের শুরুতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই এবং কুকিদের মধ্যে জাতিগত ঝামেলার পরে রাজ্যের সংবেদনশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে "ধরনা" বা সমাবেশ না করার জন্য জনগণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।